

শ্রীশ্রীহরি ।
শ্রীমৎ ।

—০০—

হংস বিলাস পাঁচালি ।

অর্থাৎ

বিবিধ প্রকার রহস্য কোতুক সংগ্রহ
করিয়া।

—০০—

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র সরকার মহাশয়েন
বিরচিত মিদং

কলিকাতা

শ্রীগুরুচরণ ধরের ।

কমলাসন খন্ডে মুদ্রাস্থিত হইল ।

এই পাঁচালি যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি
মোকাম পাহাড়পুরের বিদ্যালয়ে কিম্বা উক্ত
যজ্ঞালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ।

সন ১২৬১ সাল তারিখ ২৬ অগ্রহায়ণ ।

নির্ঘণ্ট

পত্রাঙ্ক

সর্বদেব-বন্দনা

১

গুরু বন্দনা

২

শ্রীশ্রীদুর্গা বর্ণনা

২

মানভঞ্জন পাঁচালি আরম্ভ।

শ্রীরাধার মান ভঞ্জন হেতু শ্রীকৃষ্ণ যোগীবেশ
ধারণ করেন

৪

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঙ্ক ছলে বৃন্দের নিকট ভেকাশয়ের
পরিচয় দেন

৫

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি বৃন্দের প্রত্যুত্তর

৬

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর

৮

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দেদূতী প্রত্যুত্তর করেন

৯

বৃন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিনয়

১১

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দের উত্তর

১২

বৃন্দেদূতী শ্রীরাধার নিকটে গমন করেন

এবং শ্রীরাধার মান ভঞ্জন

১৩

বিরহ ভঞ্জন পাঁচালি আরম্ভ।

ভেকিনীর বিরহ

১৪

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
ভ্রমরের প্রত্যুত্তর	১৫
ভ্রমরের প্রতি ভেকিনীর প্রত্যুত্তর	১৭
ভেকিনীর প্রতি ভ্রমরের উক্তি	২১
ভেকের দেশাগমন	২৬

আতায়ীপক্ষের উপাঙ্গণ ।

ডোমচিলের হৃৎসের সভায় গমন	৩০
ডোমচিলকে রাজহৃৎস ভৎসনা করে	৩১
হৃৎসের প্রতি চিলের প্রত্যুত্তর	৩৪
কলির মাহাত্ম্য	৪৫
কলির মাহাত্মের রহস্য	৪৯
কলির রহস্য	৫১
পুস্তক সমাপ্ত	৫২

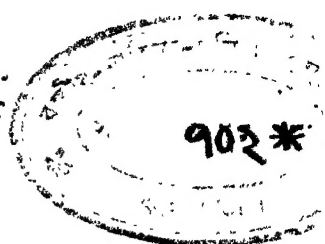
সূচীপত্র সমাপ্ত ।

হিমাধিকৃষ্ণ।

শরণ্য।

মু. ১. ১৩

—*—



সর্বদেব বন্দনা।

বন্দ দেব নারায়ণ দেবের প্রধান। দুর্জন দমন
কারী প্রভু ভগবান ॥ যার নাম লয়ে জীব তরে ভব
বারি। যুগে যুগে যার লীলা বর্ণিতে না পারি ॥
অসংখ্য যাহার সংখ্যা সংখ্যা নাহি হয়। মূজন
সংহার কৰ্ত্তা পালন প্রলয় ॥ সর্বদেব ময় হরি
দেবের দেবতা। জীব দেহ হন যেহু হয়ে পঞ্চ ভূতা ॥
গন্তে বাস নহে বাস যে নাম লইলে। সর্বদেব হন
তুষ্ট যাহারে পজিলে ॥ তাঁহার শ্রীপদ বন্দ ধরণী
লোটায়ে। বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে লইয়ে ॥ হর
গৌরী প্রণমহ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী। দেব গজানন বন্দ
মহা ঘোর রবি ॥ যতেক দেবতা বন্দ যুড়ি দুই পাণি।
ভক্তি পঙ্কজে বন্দ দেবী তরঙ্গিণী ॥ সর্ব তীর্থ ময়
গঙ্গা বলে মুনি লোকে। প্রভাতে উঠিয়া যেবা গঙ্গা
বলে ডাকে ॥ সর্ব দুঃখ হরে তার ব্যাসের বচন। দর-
শনে শুভ গতি পাপ বিমোচন ॥ পরশনে দেহ মুক্ত
বৈকুণ্ঠে গমন। রান্নেতে অসংখ্য পুণ্য না যায় বর্ণন

হেন গঙ্গা মান যেবা করয়ে হরিষে । সর্ব তীর্থ ফল
সেই পায় গৃহে বসে ॥ মান না করিতে পারে ডাকে
গঙ্গা বলি । ঈশ্বর চন্দ্র মাগে তার শ্রীপদের ধূলী ॥

গুরু বন্দনা ।

গঙ্গার মাহাত্ম্য আমি কি বলিতে জানি । যার
পদ মস্তকে ধরেন শূলপাণি ॥ বন্দ দেবী সরস্বতীর
যুগল চরণ । যাহা হইতে ঈশ্বরের সিদ্ধ প্রয়ো-
জন ॥ বন্দাবন আদি বন্দ কোটি তীর্থ ধাম । দেব
ঋষি গণ বন্দ বৈরাগ্য আশ্রম ॥ মাতা পিতা আদি
বন্দ পূর্ণ করি আশ । দিক্ষা গুরু কৃষ্ণমোহন যৌ
প্রাণে বাস ॥ শিক্ষা গুরু রাধাচরণ দাস বৈরাগ্য ।
বৈষ্ণবের চুড়ামণি কৃষ্ণভক্ত যোগ্য ॥ তাঁহার চরণ
বন্দ ভক্তি করি শেখ । কৃপা করি দিলেন যিনি বিদ্যা
উপদেশ ॥ বন্দ হু অভয় চন্দ্র দেব চক্রবর্তি । যাঁহার
প্রসাদে শিখিলাম কবি কীর্তি ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দ
ষড়ি দুই পাণি । আসর বাসর বন্দ যত গুণীজ্ঞানী ॥
অসংখ্য দেবের মূর্তি বন্দনা না যায় । ভক্তি পঙ্কজে
বন্দ সেই দেবের পায় ॥ সেবিয়া শ্রীগুরু পদ ঈশ্বর
চন্দ্র ভণে । বন্দনা হইল সাক্ষ শুন সর্বজনে ॥ পূর্ণ
করি হরিধূনি কর সর্বজনা । তদন্তরে শুন কিছু
দুর্গার বর্ণনা ॥

শ্রীদুর্গার বর্ণনা ।

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল আড় খেমটা ।
দুর্গে শুনোছি পুরাণে । চতুর্ভুগের কল
ফলে তোর নামের শুণে ॥ দর্গমে

দুর্গতি হরা তুমি তারা শিবের উক্তি
জীবের মুক্তি দুর্গা নামে । দুর্গা নাম চতু-
বগ, অবগে হয় জীবের স্বর্গ, সে দুর্গা নাম
চতুবগ অবগ হইল আমার কপাল গুণে ॥

শ্রীদুর্গে জয় দুর্গে মম ভাগ্যে সদয়দুর্গে হয় শিব
কত্রি । তুমি জগৎ তারা কাল সংহরা পরাৎপরা
ত্রিধারা ত্রিপুরা ত্রিজগৎ কত্রি ॥ জগদ্বেশ্বরস্ত্রে গতি
স্ত্রে ত্বং গতিস্ত্রং ত্বং দক্ষপুত্রি । ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মাণী
ব্রহ্মরূপা ব্রহ্মরন্ধ্রে ত্বং ব্রহ্মকত্রি ॥ তুমি ধরা অধরা
তারা কাল সংহরা কাল নিম্পত্রি । ত্বং সক্ষ্যা
ত্রিসক্ষ্যা ব্রহ্মরন্ধ্রে ত্বং মে গায়ত্রি ॥ মম কণ্ঠে হয়ে
অধিষ্ঠান, শুন দুর্গা তব গান; তান মান কপে হয়ে
ত্রাণ কত্রি । রাখ দুর্গা লজ্জা ভয়, দেহি দুর্গে পদা-
শ্রয়; ভবভয় সভয় অভয় দেহি বিশ্ব কত্রি ॥
কিঙ্করে আরে ভব ঘোর, পড়ে ফেরে তার দুস্তারে;
নিস্তারপদে মমে কর ভর্তি । পাপে অঙ্ক জর জর,
থর থর কলেবর; নিরন্তর কাতর পাইয়া পাপ
মূর্ত্তি ॥ জীর্ণ তরি হলেম তারা, হয় দাঁড়ি সে মাতো-
য়ারা; কুবাতামে করি ত্বর, পাল তুলি তুফানে কৈল
ভর্তি । ডুবুঃ দেখি তরী, পলাইল মন কাণ্ডারী;
উববারি পরিহরি, বারি পক্ষে পাইলাম মুক্তি ॥
মানব তরি পশি বারি পক্ষ, পক্ষে মিশি হলো
পক্ষ, শিরে ধরি পাপ পক্ষ আইলাম তব হান ।
যা হয় উচিত, কর মা ত্বরিত; ইশ্বর চক্রে মাগে
পরিভ্রাণ ॥

মান ভঞ্জন নামক পাঁচালি গ্রন্থঃ আরম্ভ ।

শ্রীরাধার মান ভঞ্জন হেতু শ্রীকৃষ্ণ যোগী বেশ
ধারণ করি শ্রীরাধার নিকুঞ্জ দেশে আগমন
করিতেছেন।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ।

ছড়া। হয়ে রাধার মানে মানাশ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ হন
ভেকাশ্রিত; যোগাশ্রিত যোগী বেশ ধারন। কটি
দেশে কোপান আঁটা; কপালেতে দীর্ঘ ফোঁটা,
অঙ্গের চুটা ভস্মে আচ্ছাদন ॥ বৈষ্ণবের চূড়ামণি,
হইলেন চিন্তামণি, লুকাইয়া বংশী ধ্বনি; শিঙ্গের
ধ্বনিতে হইলেন শিঙ্গে। রাধার মানে বিভলা,
মুখে বলে ববম ভোলা; ভিক্ষের ঝোলা তুলে দিলেন
কক্ষে ॥ ভিক্ষের ঝোলা করি কক্ষে, নিতে রাধার
মান ভিক্ষে, রাধার কুঞ্জে উপনীত হৈল। কুঞ্জের
দ্বারে চিন্তামণি; করিলেন শিঙ্গের ধ্বনি; শুনিয়া
বৃন্দে ধনী বাহিরে আইল ॥ হেরি বৃন্দে যোগী
রূপ; বলে একি অপরূপ, যোগীকণ্ড স্বরূপ, যোগের
চরিত্র। কোন রাগে রাগাশ্রিত, হয়েছ হে ভেকা-
শ্রিত; যথার্থ কোন কুল করেছ পবিত্র ॥ আঁখি ঢুলু
ঢুলু আছে নেমা, তিলকে শোভিত নামা, মুখে অঙ্ক
অঙ্ক ভাষা, অঙ্গে মাথা ভস্ম ভূষা; করে ধরা তুষ
আশা; কটি দেশে চন্দ্র বাসা, শিরে ধরা জটা কেশা,
যোগীর বেশে কুঞ্জে আশা; কোন স্থলে করেছ বাসা;
কোন আশয়ে করে আশা, রাধার কুঞ্জে হয়েছ

আমা, করি জিজ্ঞাসা কহ যোগী গুণ ধাম । ভানে
ধর অর্দ্ধ শশী; হয়েছ নবীন সন্ন্যাসী; মুখে মন্দ
মৃদ হাসি; হওন। কেন শশান বাসি; কাশীখর ত্যজে
কাশী; নিকুঞ্জে উদয় আসি; কোন ভিক্ষার ব্যতি
লাষী, কোটি তোমার সেবাদাসী, জিজ্ঞাসি সন্ন্যা-
সী কিবা তব নাম ॥ অপরে অনেক কথা, পাঁচালি
বিচিত্র গাথা; কবিতা নববর্ণিতা, বর্ণিতে অনেক
হয় । সংক্ষেপে ইশ্বর চন্দ্র; রচিয়া পাঁচালি চন্দ্র,
কৃষ্ণ চন্দ্রের কপট পরিচয় ॥ ইশ্বর চন্দ্রে করে
দৃষ্ট, মানস পূর্ণ কর দৃষ্টি; ভব কষ্ট কর হে মোচন।
দিয়ে আমি মানস পদ্ম, পূজি তব পাদ পদ্ম, হৃদ
পদ্মে করিয়ে অর্পণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যাঙ্ক ছলে বৃন্দের নিকট ভেকাশ্রয়ের
পরিচয় দেন ।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ ।

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল মধ্যমান ।

শ্রীরাধানাথ রাধার মান করিতে ভঞ্জন ।

যোগী সেজে কৃষ্ণচন্দ্র নিকুঞ্জে করেন

গমন । যোগী যারে না পায় ধ্যানে, সে

জন যোগী রাধার মানে, ব্রহ্মা যারে ব্রহ্ম

জ্ঞানে, যোগাসনে করে সাধন ॥

ছড়া । নাম কৃষ্ণচন্দ্র দেব শম্মা, পিতা হলেন
গোপ কন্ঠা; অসুর কন্ঠা মাতুল মহাশয় । জননী
ভোজের মেয়ে; আর এক পিতা কুন্ডালয়ে, কুলা-
শ্রয়ে কুলের পরিচয় ॥ বলাই নামে দেব শম্মা;

তিনি জোড় ভাত কন্ধ্যা, কুল কন্ধ্যা কুলের চরিত্র ।
 অন্তরে হয়ে মন্তোষ, পূজে গুরু আশুতোষ, ঘোষকুল
 করেছি পবিত্র ॥ পরিবার গোপ বৃন্দ; গোত্র অচ্যুত
 নন্দ, সদানন্দ ভেকের গুরু হন । শ্রীপাট কৈলাস
 ধাম, পূর্ণ করি মনস্কাম, আশ্রয় শ্রীবৃন্দাবন আশ্রম ॥
 পরমার্থ পদে মত্ত, হয়ে যোগে যোগাশ্রিত; নিত্য
 নিত্য কোটি তীর্থ; কৈলাস পর্যটন । বৃন্দাবনে
 করেছি বাস; রাধা তীর্থে করে আশা, রাধার
 অঞ্জলি হয়েছে আসা, পূর্ণ কর আশার আশা, রাধা
 তীর্থ করাও দরশন ॥ অপর তীর্থের তাজে আশ,
 রাধা তীর্থে করিব বাস; এই মনে অভিলাষ, সন্ন্যাস
 ধর্ম তবে হয় রক্ষা । শুন বৃন্দে রাধার দাসী, অতিথে
 করাও তীর্থ বাসী, রাধা তীর্থে আসি সন্ন্যাসী
 মাগি এই ভিক্ষে ॥ বৃন্দে দান কর রাধা তীর্থ,
 অতিথের রাখ ধর্মার্থ; পরমার্থ করি রক্ষা করে
 রাধা তীর্থাশ্রয় । নাই মম দাস দাসী, রাধা তী-
 র্থের অভিলাষী; রাধার নিকুঞ্জ আসি হয়েছে উদয়
 ঈশ্বরচন্দ্রে কর দয়া; বুঝিতে নারি তব মায়া, কারে
 কখন কর দয়া; মায়া করি করিতে রাধার মান ভিক্ষে
 কি বর্ণিতে জানি আমি, মহা যোগীর যোগ তমি,
 যোগী হয়ে আপনি মাগিবে মান ভিক্ষে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দের প্রত্যুত্তর ।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ ।

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল মধ্যমান ।

রাধা তীর্থে করিব বাস, এই অভিলাষ ।

কৃপণতা হয়ে বৃন্দে করণা আশায় নৈরাশ।
রাধার নিকুঞ্জে আসি, রাধা তীর্থের
অভিলাষী, তুমি বৃন্দে রাধার দাসী;
সন্ন্যাসীর পূরাণ্ড আশ ॥

ছড়া। মরি মরি শুনে মরি, কি বলিলে জটা
ধারী, ব্রহ্মচারী শুনে সন্ধ হয়। তুমি হলে দেব শয়্যা,
তব পিতা গোপ কন্যা, ঘোষের কুলে দ্বিজের
পরিচয় ॥ এমন আছে কোন কুলে কুল কন্যা,
ঘোষের পুত্র দেব শয়্যা, ধন্যধন্য বুঝিলাম তোমার।
হয়ে তুমি ঘোষ পুত্র, গলে ধর যজ্ঞ সূত্র, ভূত্যা হয়ে
দ্বিজের ব্যবহার ॥ বোধ নাই তব জ্ঞান কাণ্ড, সক-
লি হইল পশু; ভণ্ড ইয়ে দণ্ডকুমণ্ডল ঝুলি কঙ্কয়ে।
মিছে তোমার তুষ ভাঁড়, বুঝি ঘেরেছে কোন দুষ রাড়,
ভাঁড় লয়ে ভাঙড় হয়ে, এসেছ রাধার কুঞ্জে ভিক্ষেয়
যে হেতু সন্ন্যাস ধর্ম, বুঝেছি তোমার মর্ম, কন্যা
দোষে হইল প্রকাশ। হয়ে কোন ধনীর প্রেমাশ্রিত;
হয়েছ হে ভেকাশ্রিত, চেটাত বৈরাগী হয়ে এসেছ
কর্তে রাধা তীর্থবাস ॥ রাগেরাই আছেন পড়ে, শুনি
লে পর উঠবে ঝেড়ে, ঝুলি বোলা সব নিবে কেড়ে,
দুষ দাড়ি ফেলিবে ছিড়ে, পলাতে হবে তুষ নেড়ে;
করে ধরে কুঞ্জের বাহির কোরে; দিবে যোগী বোলে
মনিবে না। আপনি রাখি আপনার মান, স্বস্থানে
কর প্রস্থান, কেন হবে অপমান, মানীর গেলে মান
ফিরে মান আরত পাওয়া যায় না ॥ ইন্দ্র যুড়ি কর
দুটি; বলে দেখি বড় আঁটা আঁটি, রাধা তীর্থের মূল

বৃন্দেটি, জানিলাম নিশ্চয়। শুনে বৃন্দের জবাব পক্ষ
রাধা তীর্থের এত কষ্ট, ওহে কৃষ্ণ রাধা তীর্থে বাস
তোমার হয় কি না হয় ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।
ওহে নটবর, নটবর বেশ করেছ গোপন।
কাল রূপ চিকণ কাল ভস্ম করে আচ্ছা
দন। যে রূপেতে চিকণ কাল, ভুলাতে
সব ব্রজবাল্য, সে রূপ লুকায়ে কাল,
যোগী রূপ করে হ ধারণ ॥

ছড়া। ঝোলা কাড় ঝুলি কাড়, রাই কাড়েন
কিষ্কা তুমি কাড়, তাতে ডরাইনা বড়, হয়ে স্বূলে
ভুল। পার তুমি বৃন্দে দূতী; তোমা ছাড়া নন শ্রীমতী
বৃন্দে তুমি শ্রীমতীর মূল ॥

সে কেমন তা শুন।

যেমন বরিষনের মূল জলধর পাথির মূল পাখা।
ফুলের মূল ফুল যেমন ফুলের মূল শাখা ॥ হ্রতের
মূল কুল যেমন কাশীর মূল শিব। নয়নের মূল নয়ন
তার। দেহের মূল জীব ॥ যেমন পৃথিবীর মূল বাসু-
কি শ্রোতার মূল উক্তি। সাধুর মূল সাধন সিদ্ধ পূজার
মূল ভক্তি ॥ যেমন বাদ্যের মূল বাদ্য ঘণ্টা। তীর্থের
মূল গঙ্গা। যেমন মস্তকের মূল দিক্কা গুরু উদাসীনের
মূল নেত্র ॥ যেমন নদীর মূল ক্ষীরোদ সাগর বিবাহের
মূল লগ্ন। নিশির মূল সন্ধা। যেমন প্রেমের মূল যত্ন ॥
মস্তকের মূল যজ্ঞি যেমন মতীর মূল পতি। শ্রীমতীর
মূল তেজি। তুমি বৃন্দে দূতী ॥

হয়ে রাধার মানে মানা শ্রিত, হয়েছি হে' যোগা-
শ্রিত, ভিক্ষের ঝাল করে কক্ষে। মান ভিক্ষেয়
করে আশা, রাধার কুঞ্জে হয়েছে আসা, পূর্ণ হয়
আশার আশা, শ্রীরামে দিলে ভিক্ষে ॥ রাখ ২ কথা
রাখ, বৃন্দে দূতী ব্যাঙ্গ ঢাক, ব্যাঙ্গ শুনে অঙ্ক
দহে দুঃখে। হলো প্রায় কাল অতীত, অতিথের
আতিথ্য, বল বৃন্দে কিসে হবে রক্ষে ॥ কাল অতী-
তেয়ে হবে সঙ্ক্যা, কার বাড়ি যাব বৃন্দে, সঙ্ক্যা
কানে কেবা দিবে ভিক্ষে। যাও বৃন্দে রাধার কাছে;
যোগী কুঞ্জে দাড়ায়ে আছে, বল বৃন্দে হয়ে নম
পক্ষে ॥ অবমান দিবাকর, যোগী যান স্থানান্তর,
শুন রাধে তুমি দিলে ভিক্ষে। শুন বৃন্দে সহচরী,
শ্রীমতীর কিস্করী; যোগীর আচিহ্ন কর রক্ষে ॥ এই
বেলা বৃন্দে কর হাটা, সঙ্ক্যাহলে বাড়িবে নেঠা, লেংটা
অতিথি রাখা হবে দায়। যাও বৃন্দে তুরা করে, দাড়া
তে নারি কুঞ্জের দ্বারে, স্থানান্তরের ভিক্ষের সময়
বয়ে যায় ॥ ইশ্বরচন্দ্র বলে বৃন্দে, ধন্য ২ তুমি বৃন্দে,
বৃন্দে গো তুমি জন্মে ছিলে। যোগেশ্বর ত্রিভঙ্গ;
তার সঙ্গে কর ব্যাঙ্গ, ব্যাঙ্গ ছলে ত্রিভঙ্গ পাইলে ॥
দাসভাবে হনুমান, পাইয়েছিল ভগবান; রামায়ণে
আছে যে প্রমাণ। দাসী ভাবে তুমি বৃন্দে; পাইলে
শ্রীগোবিন্দে, হইল শ্রীভাগবত পুরাণ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দে দূতী প্রত্যাভ্যর্থন করেন।

গীত রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

যাও বৃন্দে হে বৃন্দে শ্রীবিন্দ পুরে। বলগে

কীরাদার কাছে যোগী দাপ্তায়ে দ্বারে ॥ কাল
অতীতেয়ে হবে সঙ্ক্যা, কার বাড়ি যাব বৃন্দে
সঙ্ক্যাকালে কেবা ভিক্ষে দিবে এ অতিথেরে ॥

ছড়া। চিনেছিহে চিন্তাময়, দিতে হবেনা পরি
চয়, অক্ষয় ভয় ভূষা মেথে। যে কপে ভুলে ভুবন,
সে কপ করেছ গোপন, হতাশন কি ভয়ে চাপা
থাকে ॥ ভানু মেঘে আচ্ছাদন, থাকে বল কতক্ষণ;
কুঞ্জরের দশন ঢাকা যায় কেমনে। জল বিশ্ব জল
রেখা, কতক্ষণ যায় রাখা, চন্দ্রনের সৌরভ কি ঢাকা
থাকে বনে ॥ বৃন্দাবনে করেছ বাসা, রাধা ভীর্থে
করে আশা, রাধার কপে হয়েছে আস, কিসে
পূর্ণ হবে আশা, আশার আশা আগে করেছ ভঙ্গ।
এখন যোগীর বেশে ছবিকেশ, রাধার নিকুঞ্জ দেশ,
আসি দাপ্তায়ে আছ হে ত্রিভঙ্গ ॥ ব্রহ্মাণ্ড যাহার
ভোকে, তার কি সাজে মুষ্টি ভিক্ষে; এই দুঃখে
দুঃখে অঙ্গদয়। বাঘে করে ফড়ি গ্রাস; হাতির
ঝুখে দুর্ভাগস, উপহাস শুনে লজ্জা হয় ॥ যোলশত
বার নারী, তার কি সাজে ব্রহ্মচারী, জটাধারী ভি-
ক্ষের ঝুলি কক্ষে। রমণীর মনোহরা, গোপগৃহে ননি
চোর, চোরের যোগী বেশ কি দেখা যায় চক্ষে ॥
শুনেছি রাধার ঠাই, যোগীকে বিশ্বাস নাই, তাই
দেখিলাম চক্ষে। যোগীর বেশে রাবণ, সীতে
করে ছিল হরণ; উচিত দিগু ভগু যোগীর পক্ষে ॥
মহা যোগী হন শিব; তিনি হরেন পর জীব, সেই
শিব তব গুরু হন। যেমন গুরু তেমি চেল, যোগীর

বেশে করে ছলা, এসেছ ভুলাতে নারীর মন ॥ ইশ্বর
চন্দ্র বলে কৃষ্ণ, রাধা তাঁথের এত কষ্ট, কৃষ্ণ সদৃষ্টতে
দেখিলে । বৃন্দেকে মিষ্ট ভাবে, যদি কৃষ্ণ তুমে
তেমি; পশিতে পার, তীর্থ মণ্ডলে ॥

বৃন্দের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বিনয় ।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ ।

গীত রাগিণী বিভাস । তাল একতাল ।

এনে যোগীর বেশে রাধার কুঞ্জ বনমালি ।

বল কৃষ্ণ এখন কোথায় তোমার চন্দ্রাবলী ॥

যোগী বেশে ভিক্ষের ছলে, ভিক্ষা প্ৰদেহি রাধা

বলে; ডাকিছ কুঞ্জ মণ্ডলে, চন্দ্র । পেয়ে চন্দ্র

করে, বঞ্চিলে তাহার ঘরে, এখন মানভিক্ষা-

র তরে কর কৃতাজলি ॥

ছড়া । বারে বারে করনা বিন্দে, যা হবার তা
হয়েছে বৃন্দে; বিনয় করি তোমার নিকটে । শুন বৃন্দে
সহচরী, শ্রীমতীর কিকরী, কাঁটা ঘায়ে দিওনা নুনের
ছিটে ॥ যাও বৃন্দে রাধার কাছে, যোগীর পক্ষে কে
আর আছে, শুন বৃন্দে বলি তব ঠাই । বৃন্দেদূতী
নাম ধর, সকলি করিতে পার; অসাব্য সাধ্য তোমা
র কিছু নাই ॥ যখন নিশিতে নিকুঞ্জবনে, কুঞ্জ বেহার
রাধার সনে, করিতান বনে, অতি সঙ্গোপনে,
আছে মনে ভুলিনা বৃন্দেদূতী । শুনিয়ে বংশীরধনি,
সঙ্গে লয়ে কমলিনী, গভীর নিশি; বনে পশি, যেতে
সঙ্গে, লইয়ে শ্রীমতী ॥ একে কুল কামিনী, তাহে
ঘোর যামিনী, সঙ্গে লয়ে সঙ্গিণী; যেতে ধনী নিকুঞ্জ

কাননে । বনে বন কল্লচয়, মানিতেনা কার ভয়,
 জগ ভয় করি বিসজ্জনে ॥ রাই তোমার বশীভূত,
 তুমি তার অনগত, উভয়ে উভয় নহেত অন্যথা ।
 হয়ে বৃন্দে যোগীর পক্ষে, রাইকে দিতে বল ভিক্ষে,
 অবশ্য রাখিবেন তব কথা ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে বৃন্দে;
 কাতর হয়েছেন গোবিন্দে, মান ভিক্ষে রাইকে
 দিতে বল । সম্বর বৃন্দে মনঃ খেদ; ঘটাইওনা আর
 বিচ্ছেদ, কৃষ্ণের যা হবার তা হল ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দের উত্তর ।

সে কেনন তাহা শ্রবণ করুণ ।

গীত রাগিণী বিভাস । তাল একতাল ।
 রাখ রাখ কথা রাখ বৃন্দে যাও শ্রীমতীর
 কাছে । যানো রাইকে যোগী কুঞ্জ দ্বারে
 দাড়ায়ে আছে ॥ যাও বৃন্দে ভ্রমাকরে, দাপ্তা-
 তে নারি কুঞ্জের দ্বারে, ভিক্ষে দিতে বল রাধা
 রে, অবমান দিবাকরে, যোগী যান স্থানান্তরে
 তোমা বিনে যোগীর পক্ষে কে আর আছে ॥

ছন্দ । এখন কাতর কেন শ্রীপতি, বিনে সেই
 শ্রীমতী, আমায় কর মিনতি, কৃষ্ণ হে । চন্দ্রা পেয়ে
 চন্দ্র করে, বঞ্চিলে তাহার ঘরে; এখন কেন কুঞ্জের
 দ্বারে, কৃষ্ণ হে ॥ শুন ২ বনমালি, যেখানে সেই চন্দ্রা
 বসি; তথায় যাও কৃষ্ণ হে । নবীন চন্দ্রা চম্পক কলি,
 হয়ে তুমি নবীন অলি, চন্দ্রার কমলে বৈসগে কৃষ্ণ হে
 নিশি যোগে খেয়ে মধু, মানস পূর্ণ হয়না বধু, সুদুঃ
 যোগী সাজা সার হল হে । করেছ রাধার আশা ভঙ্গ,

চন্দ্রার কুঞ্জে ত্রিভঙ্গ, চন্দ্রার করিলে আশা সাহ
বৃক্ষ হে ॥ করিতে রাধার মান ভঙ্গ, যোগী সঙ্গে
ত্রিভঙ্গ, রাধার কুঞ্জে দাঁড়িয়ে বৃক্ষ হে । তুচ্ছ মানের
লাগি, ইয়েছ নবান যোগী, ছি ছি লোকে দেখি-
লে কি বসিবে কৃষ্ণ হে ॥ চন্দ্রানন ভস্মে ঢাকা,
অঙ্গে ভস্ম ভূষণ নাখা, ছি ছি কৃষ্ণ একি চক্ষে দেখা
যায় হে ॥ যে গলে শোভে বনমালা, পোরেছ হে
হাড়ের মালা, ভিক্ষের কোলা কক্ষে দেখে চক্ষে দঃখে
নরি হে । তেজে চূড়া মাথায় ঝটা, কটি দেশে কোপী
ন আঁটা, সন্ন্যাসের ছটা দেখে বুক ফাটে হে ॥ তেজে
বাঁশী বাঁশীস্বরে, শিঙ্গে ডম্বুর লয়েছ করে, দেখে
প্রাণ কেমন করে কৃষ্ণ হে ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে বৃন্দে,
লজ্জা আর দিওনা বৃন্দে, গোবিন্দের যা হবার তা
হল । কর বৃন্দে পরিব্রাজ, মানের কর সমাধান,
মান ভিক্ষে রাইকে দিতে বল ॥

বৃন্দে শ্রীরাধার নিকটে গমন করেন ।

৩ শ্রীরাধার মান ভঙ্গ ।

গীতরাগিণী ভৈরবী । তাল মধ্যমান ।

ত্রিভঙ্গ হে ভঙ্গি করে কুঞ্জের দ্বারে । ভিক্ষা
দেহি রাধে বলে ডাকিছ শিঙ্গের স্বরে ॥ চন্দ্রা-
নন ভস্মে ঢাকা, ভস্ম ভূষণ অঙ্গে নাখা, কটি
দেশে কোপীন আঁটা ঝটা শোভিছে শিরে ॥

চূড়া । কৃষ্ণের লজ্জা দিরে দূতী, যথায় আছেন
শ্রীমতী, দ্রুতগতি বৃন্দে দূতী, কুঞ্জে প্রবেশিল । রাধার
নিকটে আসি, বৃন্দে কন হাসি হাসি, রাধার

মানের ফাঁসি; বৃন্দের হাঙ্গি দেখে ফাঁসি, আপনি
 খলে গেল ॥ বৃন্দে কয় রাধার কাছে, যোগী কুঞ্জ
 দাঁড়ায়ে আছে, যোগীর কাছে ভিক্ষে দিতে চল।
 চলিলেন বৃন্দদূতী; সঙ্গে লইয়ে শ্রীমতী; কুঞ্জের
 দ্বারে উপনীত হইল ॥ অপরে অনেক কথা; পাঁচালি
 বিচিত্র গাথা, না যায় বর্ণন। মান ভিক্ষে দিলেন
 প্যারী, যোগী রূপ সম্বরেন হরি, রাধা কৃষ্ণের হইল
 মিলন ॥ সে মিলনের কি দিব তুল্য; অতুল বাহার
 তুল্য, সে তুল্য দিতে ধরায় তুল্য নাই। ঈশ্বরের
 নাই সম্পদ, অন্তে দিও ঐ শ্রীপদ, শ্রীপদে এই
 ভিক্ষা চাই ॥

ইতি মানভঞ্জন নামক পাঁচালি সমাপ্তঃ।

বিরহ ভঞ্জন নামক পাঁচালি গ্রন্থঃ আরম্ভ।

ভেকিনীর বিরহ।

ছড়া। দীর্ঘদিঘি সরোবর, যেন নিধি রত্নাকর,
 মনোহর পদ্ম সুশোভয়। কি কব দিঘির শোভা;
 মুনিজন মন লোভা, হইলে ভানুর প্রভা, প্রভাত
 সময় ॥ প্রকাশ পদ্ম পদ্ম দলে, মধু লোভে মধুকর
 চলে, কমলে বসি মধু করে পান। ভেক ভেকিনী
 দুই জনে, বাস করে কমল বনে; হর্ষ মনে বঞ্চে এক
 স্থান ॥ ভক্ষ্য অন্য ভেক বর, চলে দেশ দেশান্তর,
 শূন্য ঘর বঞ্চে অন্য দেশে। কমল বনে ভেকিনী,
 হইয়ে একাকিনী, জামিনী পোহায় শূন্য বাসে ॥
 ভেকিনী কমল ঘোবনে; বাস করে কমল বনে,

মদন বাণে জীবন দহিল । একে বসন্ত কাল, ভেকি-
 নীর যৌবন কাল, তায় ঋতু কাল উপস্থিত হইল ॥
 একে বসন্ত ঋতু; ভেকিনী হইল ঋতু, ভিত হয়ে
 চিন্তে অনুক্ষণ । উপস্থিত হইল কাল; পতি বিনে
 ঋতুকাল, ঋতু বতীর ঋতু কে করে রক্ষণ ॥ পতি
 নাই নিজ বাসে, ঋতু রক্ষে হয় কিমে, ভেকিনী
 হইল চিন্তিত । অলি বৈসে কমল দলে; ইশারায়
 ভেকিনী বলে, মদন বাণে হয়ে সশঙ্কিত ॥ ভেকিনী
 কর মধু কর, আছে মম শূন্য ঘর, দেশান্তর গেছে
 নিজ পতি । একে বসন্ত ঋতু, তাহে হয়েছে ঋতু,
 পতি বিনে হইলাম ঋতুবতী ॥ হয়ে তুমি সতী
 র পক্ষে, কর মম ঋতু রক্ষে, এই ভিক্ষে যাগি-তব
 জ্ঞান । রক্ষে কর পতির কন্ম, ঋতু রক্ষয়ে আছে ধর্ম;
 পতি হয়ে সতীরে দেহি রতি দান ॥ ইশ্বরচন্দ্র বলে
 অলি, যাচিছে করে কমল কলি; যাচিছে পূর্ণ
 করিতে তো হয় । যাচারে যচা অম, গ্রহেণতে হয়
 অনেক পুণ্য, যাচিছে ত্যাগ করা উচিত নয় ॥
 যাচিছে করে বিফল; পলে তার প্রতিফল, কচ
 নামে হয় শুক্র ভক্ত । যাচিছে লক্ষ্যনের পাপ,
 পুরুষে পায় অনস্তাপ, ভারত পুরাণে আছে ব্যক্ত ॥

ভ্রমরের প্রত্নাতর ।

সে কেমন তা শুন ।

গীত রাগিনী খাঞ্চাজ-১ তাল খেমটা ।

বিনয়ে বলি অলি কমলে বসনা । মদনের
 বাণে আর প্রাণে বাঁচনা ॥ নারী হয়ে সাধি

তোমায়, পুরুষের এ ধর্মতো নয়, একেমন কঠিন
হৃদয়; সময় বহিয়া গেল পুরাও মনের বাননা ॥

ছড়া । ছি ছি ভেকিনী ভোরে, কি কথা বলিল
মোরে, ভুতে বুঝি ধরেছে তোরে, চন্দ্র করে ধরিতে
চাও হইরা বাউন । আমি ভ্রমর মধুকর; তোয় আমা-
য় অনেক অন্তর, সে কেমন অন্তর বলি তবে শুন ॥

যেমন রাম আর রাবণ, বনি আর বাউন; কৃষ্ণ
আর কংস, বক আর হংস, চন্দ্র আর তারা, তম্ব আর
পারা, হনু আর ভানু, শিঙ্গে আর বেণু, গুড় আর মধু;
চোর আর নাথু, চন্দ্রক আর কিংশুখ; পুড়সুর আর
চতুর্মথু পণ্ডিত আর চামা, রূপ আর কাসা; গোট
আর ঘুনসি, দারগা আর ঘুনসি, মেজফর আর মার
ক; বন্দাবন আর বাশবন, ভোলা আর কাজি; দাঁড়ি
আর মাজি, দেলগিরি আর মশাল, মৌর আর
বিড়াল, গাধা আর ঘোড়া, যুবা আর বুড়া, পাঁচন
আর জাড়ি; বাল অ র দাড়ি, দধি আর ঘোল; বানা
আর হোল; গুরু আর শিষ্য; সতী আর বেশো; ॥ .

তোয় আনায় এত অন্তর, আমি কি না হব
তোর; নেশা খোর নইজে তোর কথায় বাব ভুলে ।
তুই নিচ জেতে ব্যাঘ, কোন লাজে তোর ধরিব ঠ্যাং,
নারাবি মাং কোঁমরে দুঠাং তুলে ॥ তুই বেটি
ভেকিনী, কিবা কপের ধূচনি; পল্ল বনে পড়ে
থাকিস । মরি বেটির রূপ দেখ; নাক যেন ঠিক
ঘোড়া মাকো, বেটি ছেপরা পোছায় দফরা দিতে

কোন লাজেতে বলিস ॥ এইরূপে ব্যাংক্কে ব্যাংক্
করি অমর গুণাকর । ভো ভো গুঞ্জরে অমর কমল
উপর ॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ । তাল খেমটা

ধিকং ভেকিনী অধিক কি কব আর তোমা
রে । কমল বনে পেতে ফাদ ধন্তে চাও মধু
করে ॥ হয়ে বেটি নিজে ব্যাংক্, অমরে করিতে
নাং; বাঞ্ছা কর অন্তরে । বাউন হয়ে গগন
চাদকে ধন্তে চাও কেমন করে ॥

অমরের প্রতি ভেকিনী প্রত্যুত্তর ।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ ।

ছড়া । শুনরে বেটা অমর; করিস তুই গুমর;
পুরুষের গুমর নারীর কাছে থাকেনা । তুই অমর
জেতে পোকা; জানিস নাকো লেখা যোখা, ওরে
বোকা শাস্ত্র কভু কর্ণেতে শুনিসনা ॥

সে কেমন তাহা শুন ।

এমি নারীর প্রতি, গুমর করে রঘুপতি, সুপর্ণ-
পথায় না দিয়ে রতি, যে দুর্গতি পেলেন রামচন্দ্র ।
যোগী কপ করি ধারণ; আসি পঞ্চ বটির বন, মীতে
হরণ করিল দশরুদ্র ॥ সুপর্ণথার কোপে পড়ে;
রামের লক্ষ্মী গেল ছেড়ে, লক্ষ্মী ছাড়া হলেন রাম
চন্দ্র । যদি রাম রঘুপতি, সুপর্ণথায় দিতেন রতি,
রাবণের হতেন ভগ্নপতি, মীতে লিতনা লক্ষ্যপতি
রঘুপতির হতনাকো মন্দ ॥ সুপর্ণথার কেটেনাশ;

লক্ষণের হলে। যে দুর্দশা, আশা ভঞ্জে এতমনস্তাপ
 সুপর্ণথার বাক্য ঠেলে; লক্ষণ পড়ে শক্তিশেলে;
 রতি ভঞ্জে হয় মহা পাপ ॥ হয়ে তুই বসন্তের দূত;
 উড়ে বেড়াস যেন ভূত; ভূতেরে বশিতৃত করা নয়।
 কি গুণে নলিনী তোরে, কমলের মধু দান করে,
 তোরে হেরে আতঙ্কে অঙ্গদয় ॥ কি পুণ্যে বিধিবর;
 তোরে করিলে মধুকর, কুকুরের ভক্ষ সুধা খণ্ড।
 বিধির নাই বিবচনা; কমল পরে ভূতের থানা; বান-
 রের শিরে রাজ ছত্রদণ্ড ॥ কপে গুণে অদ্ভুত, যেন
 বেটা জলার ভূত; তোরে হেরে ভূতে লজ্জা পায়।
 শুনরে বোকা মধুখোর; কাট কাটা বুদ্ধিতোর; কাঠে-
 র ছিদ্র করিস যথা তথায় ॥ জন্মিয়ে পোকার কুলে;
 খাদ্য দ্রব্য ভাগ্য বলে; বিবি মিলালে সুধাময় মধু
 যেমন অবশ্যে চণ্ডাল পুত্র, গলে দিয়ে যজ্ঞ সূত্র,
 হরণ করিতে যায় কুলীন মুখুর্ষ্যের বধু ॥

শ্লোকঃ।

অবশ্যেপতিতোরাজ্য মূর্থবশে সুপণ্ডিতঃ।

অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ ধন্যতে জগৎ ॥

যেমন অবশ্যে নীচ গামী, যদি হন ভূস্বামী;
 ছুতল দেখে তৃণবত। সুপণ্ডিত মূর্থ অবশ্যে; সদাই
 পণ্ডিত হিঁসে, গুরু করি নাহি মানেনসত ॥ অধ-
 নের ধন প্রাপ্ত, মানুষে গুণে তৃণবত; অধনী ধনী
 হইলে তবু সে ইতর। তেমি তুই পোকা, শুনরে
 বোকা, অবশ্যে পণ্ডিত হয়ে হয়েছিস মধুকর ॥
 হয়ে আমি রসবতী, করিতে তোরে উপপতি, তোরা

প্রতি মাগি রতি দান । হিতে বৃক্ষিণ বিপরীত,
জানিননা গোপন পিরীত; পোকা বোকার নাইক
রস জ্ঞান ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল আড়া খেমটা ।

শুনরে বোকা ডমর, তোর কি মাগে গুমর
নলিনীর মনে । কমল মুদিত হলে কমল
বনে কমল বিনে ॥ ভো ভো করে উড়ে
বেড়ায় কমল বনে । মধু পান করিস ডমর
তাই ভেবে কি করিস গুমর, সে গুমর রবে
না ডমর নলিনীর কাছে কে তোরে বলে
মধু মধুকর মধু বিনে ॥

ভেকিনীর প্রতি ডমরের প্রত্নাস্তর ।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ ।

ছড়া । কি কথা কৈলি ভেকিনী, শাস্ত্র কি জানি
না আমি; মূর্থ ভেবে আমায় বল মন্দ । হরণ করে
পরদারা, যযাতি হইল জরা, তারা হোরে অঙ্কে
ফলি ধরে গগন চন্দ্র ॥ গুরু দারা করে সঙ্গ; ইন্দ্র হলে
ন ভগাঙ্গ; বংশ সাজ সীতে হোরে রাবণ । তুই
ভেকিনী পরদারা, তোরে হোরে কি হব জরা, জরা
মরা হয়ে কি রব সর্বক্ষণ ॥ নলিনী শুনিলে পরে,
স্থান দিবে না কমল পরে, ভেকিনী হোরে ভেক হয়ে
কি ডুবাব কুল পঙ্ক । করিলে তোর খত রঞ্জে, হবেনা
মোর কুল রঞ্জে; মধুকর নামে মোর হইবে কলঙ্ক ॥
হই আমি উত্তম; তোর জন্যে কি হব অধম, উত্তমে
অধম কর্ম করিতে না জয়ায় । হয়ে আমি মধুকর

শেষে হব ভেক বর; অধম উত্তম হইতে অনেকে
 চেষ্ঠা পায় ॥ দূরাচার যেই মূর্থ; বোধ নাই তার সূক্ষ্ম
 সূক্ষ্ম; সুপথ কুপথ ভ্রমে ভ্রমি। মিছে ভেঁকিনী করনা
 জাক; ঢাক ২ ছেপরা নাক, গরুড় হয়ে কি হব কাক,
 তোর প্রেমে মজে হয়ে কুপথ গামী ॥ নাম ধরি অলি
 কুল; তোর প্রেমে মজে কুল, অকূলে ডুবাব কুল,
 আকুল হয়ে অকূলে ভাসিব। হয়ে আমি নলিনীর
 স্বামী, কেন হব নাচগামী, নীচ ক্ষেত্রে বীচ কি জনে,
 রোপিব ॥ রোপিলে নীচ ক্ষেত্রে বীচ, ক্ষেত্র দোষে
 হবে নীচ; নীচ ক্ষেত্রে নীচের গমন। মিছে কেন
 কর আশা; পূর্ণ হবেনা আশার আশা; অপ্রাপ্ত ধনে
 কেন কর আকিঞ্চন ॥ হইয়ে ভেকের রমণী, চন্দ্রকে
 ধরিতে ধনী, বাঞ্ছা মনে কর ধনী, বিরহানলে হইয়ে
 আকুল। নাইতব বিবেচনা; লৌহাতে কাঞ্চন মিশেনা
 হিরের সহ জিরের সমতুল ॥ ঈশ্বর চন্দ্র বলে ধনী,
 হইয়ে ভেকের রমণী, মজিতে চাও ধনী, ভ্রমরের
 প্রেমে। হয়ে তমি জন বিন্দু, ডুবাইতে ইচ্ছে কর
 সিন্ধু, বিন্দু বরিষণে সিন্ধু, ডুবেনা কোন ক্রমে ॥

গীত রাগিণী খাম্বাজ । তাল খেমটা ।

ছি ছি ভেঁকিনী আমায় ও কথা আর
 বোলনা। ভেকের রমণী হয়ে ভ্রমরে
 আশা করনা, আমি ভ্রমর মধুকর,
 নলিনীর প্রাণেশ্বর, নলিনীর কর্মলে
 মধু করি পান তোরে ছুঁলে ভ্রমর কুলে
 একলক চাকিবেনা ॥

অমরের প্রতি ভেকিনীর প্রত্যুত্তর।

ছড়া। শুনরে বোকা অমর, ঘুচে না মনঃঅম তোর;
মিছে করিস পরিশ্রম, অমণ করে কমল বনে। নাম
মধুর শুধ; খেয়ে বেড়াস কমলের মধু; মাধু-মধু
করিসনা কোন ক্রমে ॥ ছিল যযাতি জরায়ু জরে,
সে জরা ধরিবেনা তোরে; জরার ভয় করিসনা অন্তরে
যে জনে যযাতি জরা, সে তব জানিসনে অমরা, সে
জরা ভার দিবনারে তোরে ॥ শুক শীপে পোড়ে ধরা,
যযাতি হইল জরা, তারা হরে চন্দ্র করে ছল। ইন্দ্র
শুরু মৃতিধরে, ঢুকে ছিল অহল্যের ঘরে; ভগাঙ্ক
হয়ে তার পেলে প্রতিফল ॥ রাবণ শ্রীরামের ভক্ত,
জানিসনাকে। তার তত্ত্ব, ব্যক্ত আছে ত্রিভুবন।
ঐরি ভাবে লঙ্কানাথে, সীতে লয়ে পুষ্প রথে,
লঙ্কাতে করিল স্থাপন ॥ ঐরি ভাব ভেবে মনে;
সীতে লয়ে অশোক বনে, রাখিল বন্ধনে রামের
মনে জাতে ঐরি ভাব হয়। পূর্ব সত্য পালিবারে,
সীতে গেলেন সাগর পারে, লঙ্কেশ্বরে হইয়া সদয়।
ব্রহ্মা যার চরণ পূজে, সে সীতে কি রাবণকে ভজে,
ত্রিভুবন মজে যার কোপানলে। যার পতি রঘুপতি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, সে সতীর সতীর্থ দূর হয়েছে
কোন কালে ॥ যদি বল দ্বাপরে, শ্রীরাধে ছিল
আয়ানের ঘরে, সতীর্থ হরণ করেছে আয়ান। সতীর
সতীর্থ হেতু ত্রিভঙ্গ, আয়ানের করিলেন ধ্বজ ভঙ্গ,
স্মৃতি রঙ্গ সে প্রসঙ্গ, রসরঙ্গ ছিল সঙ্গ, কিবল সঙ্গ
ছিলেন রাধে সঙ্গ; আছে ভাগবতে প্রমাণ। তই

নিজে ভেতে পোকা, শাস্ত্র জানিসনা বোকা, বোধ্য
বোধ নাই রাজ্য দিন। পেটে নাই বিদ্যা সাজি, কত
তোর হবে বুজি, একে মূর্থ তায় শাস্ত্র হিন ॥

কেমন তা শুন।

পাখা হীন পক্ষ যেমন পাখা হীন তরু । জল হীন
সরোবর শিষ্য হীন গুরু ॥ ধন হীন ধর্ম যেমন মায়া
হীন মোহ । কায়া হীন ছায়া যেমন প্রাণ হীন দেহ
সাধন হীন সাধু যেমন প্রেম হীন ভক্ত । দল হীন পক্ষ
যেমন গজ হীন মুক্ত ॥ কৃষ্ণ হীন পাণ্ডব যেমন শিব
হীন কাশী । মণি হীন ফণী যেমন শশি হীন নিশি ॥
যোগ হীন যোগী যেমন প্রজা হীন রাজ্য ॥ বিদ্যা হীন
জীব যেমন ভক্তি হীন পূজা ॥ বস্ত্র হীন যজ্ঞ যেমন
মৌরভ হীন ফুল । মান হীন মানী যেমন জাতি হীন
কুল ॥ বেগ হীন সাগর যেমন নয়ন হীন দৃষ্টি । পড়া
হীন পড়ুয়া যেমন বেদ হীন ষষ্ঠী ॥ শয্যা হীন শয়ন
যেমন তারা হীন আঁধি । সখা হীন সখী যেমন
শয় হীন ধানুকী ॥ শূঙ্গ হীন মহীষ যেমন দশন হীন
মেড়ে । ফয়তা হীন মল্লা যেমন মাড়ি হীন নেড়ে ॥
বারি হীন মীন যেমন পসারী হীন হাট । কালি
হীন কলম যেমন মসারি হীন খাট ॥ মাজি হীন
নৌকা যেমন জাঁরখি হীন রথ । ভাষ্য হীন গ্রন্থ
যেমন সভা হীন সত ॥ রাম হীন অযোধ্যা যেমন
মল্ল হীন সমর । শোভা হীন সভা যেমন রাজ হীন
কর ॥ কুল হীন কুলবধু যেমন বন হীন বানর । তেঁঘি
ভুই জ্ঞান হীন শুনরে বোকা অমর ॥

গীত রাগিণী খাছাজ । তাল খেমটা ।

ছি ছি ভ্রমরারে তোরা নাই কি কিছুর মজ্ঞান ।
নারী হয়ে সাধি তোরে আশায় করিস অপ-
মান ॥ হয়ে আমি ঋতুবতী, তোরে করিব উপ-
পতি, তোরা প্রতি রাগি রতি দান । গোপন
পোহিত নাই বুঝিস না জানিস প্রেমের
সজ্ঞান ॥

ভেকিনীর প্রতি ভ্রমরের উক্তি ।

সে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ ।

ছড়া । শুনে ভেকিনীর প্রত্যুত্তর, নিঃ স্রাবি
হলেন ভ্রমর; মধুকর মদনে হয়ে বাস্ত । মনে করে
অভিষেক, এ নহে সামান্য ভেক, বেদ বিধি যার
উদরস্থ ॥ যে জানে সাধু শাস্ত্র, সেই সে পরম পদার্থ;
পরমার্থ জ্ঞানী লোকে বলে । যে জন সাধু অনুচারী,
তার কি আছে পুরুষ নারী, সাধু কখন গাছে নাইক
ফলে ॥ সাধু কি কখন গাছে ফলে; সাধ্য সাধনেই
সাধু বলে, শাস্ত্র পথের পথী যেই সেই জন পণ্ডিত ।
পূর্বে নীচ জ্ঞান ছিল, আমা হৈতে শত গুণে
ভেকিনী ভাল, ভেকিনীর সহ প্রেম করাতো উচিত
নলিনীর কিবা গুণ; গুণের মধ্যে মধুতে নিপুণ;
কৃষ্ণ গুণাগুণ জানেনা পদ্ম মদে দিন গেল । যে জানে
না কৃষ্ণ গুণ; তাতে কিবা আছে গুণ; নলিনীর গুণাগুণ
দেখিতে শোভা ভাল ॥ যদি কোঁন সাধু জন, করি-
তে ক্রীকৃষ্ণ পূজন; করে পাপ চয়ন, এই পদ্ম লয়ে যায়
তবে এই সরোবরের পদ্ম, পেলেন কৃষ্ণের ক্রীপাদ

পদ্ম, নতুবা জলের পদ্ম জলেতে নিশায় ॥ তবে
 এমন পদ্মে কিবা ফল, সাধু হইতে পদ্মের সফল,
 সাধু ভেকিনী পরম পণ্ডিত । সাধু সঙ্গে কাশী বান
 সাধু শাস্ত্রে আছে প্রকাশ, ভেকিনীর ঋতুরঞ্জে ক-
 রাতো উচিত ॥ বিশেষ যাচিছে সফল; করিলে তায়
 আছে ফল; যাচিছে লংঘনে মহা পাপ । যাচিছে
 করে ভেকিনী, এ নহে সামান্য ধনী; ভেকিনীর মনঃ
 দুঃখে পাব মনস্তাপ ॥ দেখি যে ভেকিনীর চরিত্র;
 এত নহে নিচ ক্ষেত্র, পরম পবিত্র ভেকিনী পরম
 সাধু । দিব কুলে শিলে বিসজ্জন; কুলে কিবা প্রয়ো-
 জন; পেটের জালায় মিছে খেয়ে মরি মধু ॥ সামা-
 ন্য কমলের মধু; তাতে কিবা আছে মধু, জগতের
 মধু সাধু সঙ্গ । পরম সাধু ভেকিনী হন; এরে দিব
 রতি দান; জড়াব প্রাণ প্রাণান্তে পাব সে ত্রিভঙ্গ ॥
 এই কথা মনে গুণি; অমর গুণমণি, উড়ে বৈসে ভেকি-
 নীর কমলে । ভেকিনীরে ধরে অমর; তুলিলেন পদ্ম
 ফুলের উপর; কমলাসনে শয়ন করিল বিরলে ॥
 অমর হয়ে আবেশে আকুল; ভেকিনীর কমলে
 বসায় হল; পাকে পুতে যেন ধ্বজির মূল; এমি হল
 বসাইল অমর গুণাকর । ভেকিনী আবেশ চলে;
 অমরের ধরে গলে, চুম্বন অমরের মথের উপর ॥
 ভেকিনী হলেন নিস্তব্ধ, রমণের হতেছে শব্দ; চুক
 চক শব্দ যন বিড়ালে করে জল পান । একে ভেকিনী
 ছিল থাকি; তায় পেলে যেন বাদাম তক্তি; মনে
 মনে করে যুক্তি; অমর খব রমণে বলবান ॥ ভেকিনী

কয় অমর রসিক বটে, কোপের চোটে ছাত ফাটে,
কুমারে যেন হাঁড়ি পেটে, ধোবার পাটে যেন ধুবী।
কাচয়ে বসন। আহা মরি অমর এমি রসিক; যেন
হুকোর ভিতর পুরে সিক, রসিক নইলে না
জানে রসের সন্ধান ॥ আমার পতি ছিল কুড়ে,
পড়ে থাকিত যেন বড় এঁড়ে, পড়ে দিত লেহুড়
নাড়া। কি কব পতির গুণ, আবেশে হইতাম খুনি,
কোলে করে থাকে যখন গঙ্গা তীরের মড়া ॥ এই
কপে কিছু দিনে; ভেকিনী অমর দুই জনে, কমল
বনে গোপনে বঞ্চিল। পদ্ম ফুলে করে বাস, ভেকি-
নীর গায় পদ্ম বাস, পদ্ম গঙ্গা ভেকিনী হইল ॥

গীত রাগিণী খাঞ্চাজ। তাল খেমটা।

বিরহে যুড়াইলে কমল বনে কমল প্রাণ।
ভেকিনী হয়ে কমল বনে অমরে করে মধু
দান ॥ তোর প্রেমে অলি কুল, মজাইল
জাতি কুল, অকুল সাগরে দিয়ে কুল, সে অলি
কুল হয়ে অনুজল তোরে দিলে রতি দান ॥

ছড়া। একি অসম্ভব্য মহা কাব্য শুন ভাই সকলে
সেংথানার ভেকিনী হয়ে বসিল পদ্ম ফুলে ॥

সে কেমন তা শুব।

যেমন সোণা ব্যাণ স্বর্ণ ভঞ্জন দ্বায় হলেন ভক্তি।
কচবনের ব্যাণ হয়ে হলেন পদ্ম মূর্তি ॥ রামচাগলে
গাড়ী টানে ঘোড়ার গেল বৃতি। ইন্দুরের বেটার
চোট কাটানি ছুঁচয় করে যুক্তি ॥ জুগির ভাতে

হলো যেমন হেনো রোগির পতি । জলার শামুক
সমুদ্রে পড়ে ধরে সখ মূর্তি ॥ ঘর পোডাতে
জুগি নরে হলো ব্রহ্মদত্তি ॥ বাঘের বাপের শ্রাদ্ধ
কালে বিড়াল বৃষ মূর্তি । প্রেম বিকারে খেলারামের
হোলে উঠেছে পিতি ॥ জোনার ছেলে কাছা খলে
নামাজে হলেন ভক্তি ॥ কুতার মাথায় মাণিক জ্বলে
মত পোরেছেন কুত্তি । যেমন মুক্তরামকে মুক্তর
ঝোলে দিয়ে ছিলাম পতি ॥ যেমন রাজ কন্যার
সয়ম্বরে কোটাল পুত্র ভক্তি । নেড়িমারার করে
যেমন নেড়ির ভাতে পতি ॥ যেমন বেড়ে কুকুর ঘুরুর
সভায় ধরে বাঘু মূর্তি । তেঁমু বেটি ভেকিনী হয়ে
রাখিলেন এক কীতি ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে আমার বিদ্যা
ব্যবসা বৃতি । আছি কৃষ্ণ প্রাপ্ত হবে বোলে শিব
পূজায় ভক্তি ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল মধ্যমান ।

ওলো ভেকিনী সাবাস সাবাসি তোরে ।

ভেকিনী হয়ে বাসিলি পঞ্চ পরে । ধনা২

তোরে ধনী, হয়ে কচুবনের ভেকিনী;

অমর লয়ে করিলি মজা ডুবে প্রেম সাগরে ॥

ভেকের দেশাগমন ।

ছড়া । কতক দিনের পর, ভক্ষ লয়ে ভেকবর,
ত্যজি দেশ দেশান্তর, নিজালয় আইল । দেখিয়ে
ভেকের সতী; গৃহে আইল নিজ পতি; পতির নিকটে
সতী আসিয়ে মিলিল ॥ অপরে কমল বনে, ভেক
ভেকিনী দই জনে, দিবাকর অবসানে, যামিনী

আইল। যামিনীতে কামিনী, লয়ে ভেক গুণমণি,
 কমল বনে শয়ন করিল ॥ ভেকিনীর গায় পদ গন্ধ,
 ভেকের মনে হৈল সন্ধ, আনন্দে নিরানন্দের প্রায়।
 ভেকবর মৃদু ভাষে, ভেকিনীরে জিজ্ঞাসে, পদ গন্ধ
 কেন তোর গায় ॥ ভেকিনী কয় ভেকের জানে, বাস
 করে পদ বনে, পদ গন্ধ হলে মোর গায়। শুনি-
 য়ে ভেকিনীর কথা, ভেকের হলো মনো ব্যথা; বলে
 একি আশ্চর্য কথা, এমন কথা শুনি নাই কোথায় ॥
 ভেক ভেকিনী অনেক জনে, বাস করে পদ বনে,
 পদ গন্ধ হয়না তাদের গায়। যখন ভায় আমায়
 দুই জনে; বঞ্চিলাম কমল বনে; তখন পদ গন্ধ
 হলোনা তোর গায় ॥ ভেকিনী বলে ভেকবর; হয়না
 হে রাগান্তর, চরাচর ব্যক্ত ত্রিভুবনে। মনেতে
 কোরনা সন্ধ, সকলের গায় কি পদ গন্ধ; পদ গন্ধ।
 হয় কপাল গুণে ॥ দাস কন্যা মৎস্য গন্ধ; হয়েছিল
 সে পদ গন্ধ; কামিনীর মধ্যে সেই এক কামিনী।
 নৌকা ছলে গিয়ে জলে, পদ গন্ধ। হলো আইবড়
 কালে, যার গন্তে জন্মিলেন বাস মহা মুনি।
 সেই দেশে বস বাস, অনেক স্ত্রী পুরুষে বাস, কেন
 তার। হলোনা পদ গন্ধ। থাকিতে অনেক রাজ
 কন্যা, পদ গন্ধ ধীবরের কন্যা; এর জন্যে কোরনা হে
 নিন্দা ॥ বাস করে পদ বনে; পদ গন্ধ হলেম কপাল
 গুণে; এত দিনের পর পূর্ব পুণ্য উদয় হইল। ভেকি-
 নীর শুনে প্রত্যুত্তর নিঃ জবাধি হলেন ভেকবর;
 মনের রাগ মনেতে রহিল ॥

গীত রাগিনী থাষাজ । তাল থেমটা ।
 ভাগ্য ক্রমে পদ বনে পদ গন্ধ হলো গায় ।
 মিছে ছলা করে ছলা ভেকিনী ভেকে ভু-
 লায় । পূর্ব পুণ্য ছিল তায়; পদ গন্ধ হলো
 গায়, শুন শুনে শুনের গুণপতি । সতী বিনে
 ত্রিভুবনে, পদ গন্ধ কেবা হয় ॥

ছড়া । ভেকের আছে মনে সন্ধ, কিসে হলো
 পদ গন্ধ; এর তদন্ত জানিব ভাল করে । এই রাগ
 মনে করে, ভেক চৌকি দিয়ে ফিরে, থাকে সদা
 অন্তরে ॥ দৈব যোগে হয়ে ত্বর, ভ্রমর পড়িল ধরা
 ভেকিনীর বাসে আসি । রাগে ভেক হয়ে হতাশন,
 ভ্রমরে ধরে তখন, যেমন বিড়ালে ধরে মূষা ॥ নিজে
 চতুর জেতে ভ্রমর, ভেক অঙ্কে মারে কামড়, ভেক
 ভ্রমরে দিল ছেড়ে । হাসি মধুকর, পলাইল বনা-
 ভ্রমর, স্বশূন্য পর ভোঁৱ করে উড়ে ॥ পলাইল মধু-
 কর, সেই রাগে ভেকবর; ভেকিনীরে করয়ে প্রহার
 ভেকিনী কয় ছাড়; অবিচারে কেন মার; দোষ
 দোষ কি দেখিলে আমার ॥ শুন শুনে মূর্থ; পথ
 বড় ধরেছি সুস্থ, মনেতে ভেবনা দুঃখ, তুই মূর্থ জেতে
 নিচ ব্যাঘ্র । গোপনে মারায় শুদু, গৃহে বসি থাব
 মধু; নাধু ভ্রমরে আমি করেছি নাথ ॥ বড় উপকারি
 ভ্রমর; উপকার করেছে তোর, তুই মূর্থ বুঝেয়তো
 বুঝিসনা । হয়ে ভ্রমর সাপক্ষ তোর পক্ষে, করেছে
 মোর খতু-রক্ষে; তোর পক্ষে ভাল করেছে ভ্রমর
 সেটাতো জানিসনা ॥ মধুকর মধুর রাজা, নলিনী

করে য়াঁর পূজা; পাইয়ে অমরের চরিত্র । হেন অমর
 গুণবান, তারে করে যৌবন দান, ভেক জল করেছি
 পবিত্র ॥ ভেক ঔরমে হবে ছেলে, অমর জন্মাইষে
 ভেক জ্বলে, ভেকের জ্বলে রাখিব ঘোষণা ॥ যেমন
 কুন্তী পাণ্ডুর সতী; করেছিল উপপতি; তুই দুর্মাতি
 শাস্ত্র তো জানিসনা ॥ দেবের বলে হলো ছেলে,
 সমর জয়ী ভূমণ্ডলে; করু বংশ করিল নিধন । যত
 রাজ্য রাজ্যেশ্বর, পাণ্ডবেদিয়ে রাজকর, পূজা করি
 ল রাজা গণ ॥ কুন্তী রাণী হইল ধন্য, পুত্র হৈতে
 মানস পূর্ণ; গৃহে বসি পেলেন রাজ্যধন । অপরে হইল
 স্বর্গে স্থান, নাথ হতে এত সম্মান, তুই অজ্ঞান অতি
 অভাজন ॥ শুনে ভেকিনীর প্রত্যুত্তর; অনুরাগে ভেক
 বর, চলে দেশ দেশান্তর; ভেকবর বিবাগী হইল ।
 পুনঃ সেই কমল বনে, ভেকিনী অমর দুই জনে,
 কমল বনে একত্রে মিলিল ॥ ইশ্বর পদ ইশ্বর ভাবি
 বিরচিল কার্য কবি; রবি সুতে হইতে নিস্তার ।
 চণ্ডুরালি প্রামদ্যাম, অনুজ ভজ হরি নাম, গিরিধারী
 মাতুল পরিবার ॥

ভেকিনীর বিরহ ভঞ্জন পাঁচালি সমাপ্তঃ ।

আতায়ী পক্ষির উপাঙ্গণ।

চড়া। বসি চিল তরুণুলে, অলিত অঙ্গ দুঃখা-
নলে, অঙ্গুলে ডুবে করে খেদ। হইয়ে চিলের
অংশ, নাহি পাই স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য; স্বাস্থ্যকায় জীবনে
বিচ্ছেদ ॥ জন্মিয়ে চিলের কুলে; খাদ্য দ্রব্য নাহি
মিলে, ডালে২ ভ্রমণ মাত্র মার। পূর্বে কত কৈনু
পাপ, তাহে এত মনস্তাপ; পাপ প্রাণে কত মহে
আর ॥ সৃজন করেছেন বিধি, দুঃখ পাই জন্মাবধি;
ধিক জীবনে কিবা আশ। বিপিন বৃক্ষে সদা থাকা;
বিশ্রাম করে বৃক্ষের শাখা; উড়ে২ ভগ্ন পাখা; দুর্ব-
লস্যা হীন সখা, মিছে মাত্র প্রাণ রাখা, ভক্ষ মাত্র
জলের পোকা, পেটের জ্বালায় পক্ষ মাখা; বিলে
জলে হয়ে ভেকা, বেড়াই যেন হয়ে বোকা, কি কব
কপালের লেখা; এত কষ্টে প্রাণ রাখা, থাকা মাত্র
দুঃখের সাগরে করে বাস। হয়ে চিল অনুরাগী,
হইলেন দেশ ত্যাগি, হইয়ে বিবাগির প্রায়। হৃৎস-
মন ধরাসনে; দেখি চিল হর্ষ মনে; উড়ে বৈসে
হৃৎসের সভায় ॥

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল এক তাল।।
তখন খেদ করে পক্ষবর বৃক্ষ পরে বৈসে।
হলো বিপিন বৃক্ষে বাস এই পূর্ব ধর্ম কর্ম
দোষে। হইলাম পক্ষ যোনি, নাচিনিয়ে
চিন্তামণি, মিছে ভনে ভমিলাম যোনি; পথা
পথ নাহি জ্ঞান, পশু জাতি আমি অজ্ঞান;
মিছে ভ্রমণ করি গমন যোনি দেশে ॥

ডোম চিলকে রাজহংস ভৎসনা করে ।

মে কেমন তাহা শ্রবণ করুণ ।

ছড়া । শুনরে মৃথ দুরাশয়; চাষারে কি নামাঙ্ক
শয়; ভূতেরে কি ভূপতির কর্ম সাজে । হয়ে পঙ্কু
কলেবর, লংঘিতে চাও গরিবর, অন্তরের অনন্ত
শয্যা দেখে মরি লাজে ॥

ছড়া । মরি মরি কি দুর্দশা; বাঘের গৃহে
ঘোণের বাসা, মৃগ শৃঙ্গে বৈসে মশা; ছাগ মুখে
সিংহের ভাষা, রজক পুত্র প্রিয় পাসা, কনকাসনে
বৈসে চাষা, অমু গাছে ফলে মশা; সিংহের দুক্ষে
ভেকের আশ; স্বর্ণপাঞ্জে তামু কোষা, বানরের হাতে
খড়্গ ভূষা, বালুতির ছেলের অতিথ পোষা, পদ্মমুখির
ভগ্ন নামা; বেশ্যার মুখে সতীর্থ ভাষা, ছুচোর গায়ে
আতর ঘসা, কোটাল পুত্রের আফিদের নেমা; মাত
ঙ্গের শিরে পতঙ্গের বাসা, ইশ্বর চন্ডের বিদ্যা পেমা
পাহাড়পুরে করে বাসা, কবি তন্ত্র কবি ভাষা; গুরু
পদে সদা আশা ॥

গীত রাগিণী বিভাষ । তাল এক তাল ।

কেন বিপিনবৃক্ষ ত্যাজ্য করে নিজ বাসা ।

হংসের সভায় আলি কোন আশয়ে করে

আশা । শুন ওরে পঙ্কবর, বাস তোর বৃক্ষপর

তোরে স্থল দিয়েছেন বিধিবর; কোন আশয়ে

করে আশা; হংসের সভায় হলো আসা;

অতি অসম্ভব রে তোর বিষম ভরসা ॥

ছড়া । তুই নিজেবেটা ডোমের অংশ; হতে চাম

রাজহংস, ত্যাজ্য করে মৎস্য মাংস; হংসের
সভায় আলি উড়ে। একি তোর বুকের পাটা; এমন
বুদ্ধি দিলে কেটা, জোয়ার ছেলের শিরে জটা, বান-
রের কপালে যজ্ঞ কোটা; হলো তোর 'বুদ্ধি' মোটা,
সাধুর মহৎসবে আনিলি পাঁঠা, পাকা অম্নে কাকের
ঘটা, হংসের কুলে রাখিতে খোঁটা, ধৈর্যে আলি
পাজি বেটা, শুনরে উদগেঁড়ে ॥

ছড়া। তুই নিজে হ'লি অভদ্র; বোধ নাই তোর
ভদ্রাভদ্র; তোর ভদ্রাসন বৃক্ষ ডালে। তুই দেখে
দিব্য ধরাসন, পেলি বেটা ভদ্রাসন, হংসাসনে
নিলে। যদি তোর কপাল গুণে, বসিতে পারিস
হংসাসনে, ধরাসনে পাতি অংশ। তবু তোকে
বালবে লোকে; ডোমচিল বেটা হয়েছে রাজহংস ॥
ঈশ্বর কয়, উচিত নয়, ভদ্র অভদ্র হতে। ভদ্র
লোকের দেখে ভদ্র, অভদ্র হলো ভদ্র; ভদ্রতা
স্বরিতে ॥ যেমন ধনী হলে ইতরের ছেলে;
মুখে তারে ভদ্র বলে, অন্তর মধ্যে গুণে নীচ।
যেমন অকাল চাষচষে চাষা, ত্যাজ্য করে ফলের
আশা, আশ্বিন মাসে রোপন করে বীচ ॥ আশ্বিন
মাসে হবে ধান্য, সে কথার কে করে মান্য, তবে
মান্য মান চাষের রাখা। তেমি ইতরের কুলে; ধনী
হলে ইতরের ছেলে; তারে লোকে ভদ্র বলে, সে
ভদ্র লয় কি বল তারে আদর করে ডাকা ॥ যেমন
ব্রাহ্মণ তপস্যায় সিদ্ধ পরম গোসাঞি, সাধুর নিতে
যেই বৈষ্ণব তার তুল্য নাই ॥ ক্ষত্রি বৈশ্য কার হ

আর শূদ্র । এই চারি বর্ণ হইলেন লোকে বলে ভদ্র ॥
 তেলী তামলী আমার কামারা দ নয় ডাক । এই
 নয় কুলে হইলে বলে নবমাগ ॥ গোপ গোয়াল পদ্ম-
 বেরা নাথিগ বাথানি । এরালয় ভদ্র, লয় অভদ্র; এদে-
 র ইতর মথো গণি ॥ যেমন মালা জেলে, বাগ্দি
 দুলে, ডোম কোরঙ্গ, চক্ষুরাঙ্গি, নেমার থাকে ভুলে
 হাড়ি মুচী ডোম ডোগলা, এরাসব ইতরের ছেলে ॥
 তুই তেমি ইতর, শুনরে বয়র, তোর জলমান সাজ ।
 আলি কোন সাহসে, হুসনের বাসে, তোর হলো-
 না অতঙ্গ ॥ যেমন মণির আভায়; ফণীর শোভা;
 দেখে বেজে করে ব্যঙ্গ । যেমন রঘুর সভায় ঘুর
 নৃত্য; দেখে বাড়ে রঙ্গ ॥ যেমন বাঘের গৃহে ছাগের
 বাস শুনে হয় আতঙ্গ ॥ যেমন মৃগের শাপে পাণ্ডু
 রাজার হলো ধ্বজ ভঙ্গ ॥ যেমন রাধাচক্র গাধায়
 ধরে কাকের নাথায় শূঙ্গ । যেমন জোয়ার ছেলে
 ববম্বলে, পূজে শিবলিঙ্গ ॥ যেমন পদ্মকুলে গোবরা-
 পোকা কুমদে পতঙ্গ ॥ সাধন বিনে সাধু যেমন
 পেলে সাধু সঙ্গ । গজাতিরে পড়ে যেমন গলিত
 কুণ্ড অঙ্গ ॥ চক্র ভেদে হলো যেমন ছুচর মুণ্ড ভঙ্গ
 যেমন কুমদ সভায় ভেকপুত্র হয়ে এলেন ভঙ্গ ।
 ঈশ্বরচন্দ্র বলে চিল বাদালে কিরঙ্গ ॥

গীত রাগিণী থাম্বাজ । তাল খেমটা ।

ধিক২ রে চিলে ওধিক কি কব আর তোমারে ।

বাউন হয়ে হাত বাড়ায়ে ধরিতে চাও মুখা-

করে ॥ মরি মরি কি দুর্দশা, বিষম রে তোরা
ভরসা; খেদে দহে প্রাণ । বাঘের গৃহে ঘোণের
বাসা, তাই ভাবিরে অন্তরে ॥

হৃৎসের প্রতি চিলের প্রত্যাভর ।

ছড়া । কি কথা বলিলি হৃৎস; আমি হই চিলের
অংশ, ত্যাজ্য করে-মৎস্য মাৎস, তোরা সভাতে
এসেছি উড়ে। তোয়আমায় একঅঙ্গ, একজাতি বিহ
ঙ্গ, বিচ্ছেদ কোরনা নেদুড় নেড়ে। আমায় ভূমি ভাব
তুচ্ছ, তোমাইহেতে আমি উচ্চ, সে কেমন উচ্চ শুন
রে তার প্রমাণ । বিধি তোরে দিলেন পাখা, উড়িতে
নারিস ওরে বোকা, থাকিতে পাখা শুনরে বোকা,
ধরায় করিস গমন ॥ করে আমি পাখায় ভর; উড়ি
দিগ দিগান্তর; অগোচর কিছু আমার নাই । যদ্যপি
মনেতে করি, স্বর্গ পুরে যেতে পারি, কোটি তীর্থ
চক্ষে দেখিতেপাই ॥ কত সাধু মহাজন, পায়না তীর্থ
দরশন, পর্যটন মাত্র সার । হেন তীর্থ অনায়াসে,
দেখি ভাই বৃক্ষে বসে; সমন বাসে গমন এবার হবে
না আমার ॥ কত তীর্থ কৈনু অভিষেক, বাকি আছে
নিতে ভেক, হতে তীর্থ বাসি । মিছে কাষে গেল
দিন, পরি ভাই ডোর কোপিন; মনের মত পেল
সেবাদাসী ॥ এই পুণ্য অভিলাষে, এসেছি তোমার
বাসে; অনায়াসে হও কৃপাবান । শুন হৃৎস গুণমণি,
তোমার এক হৃৎসিনী, আশ্রয় কর সম্প্রদান ॥
হয়ে গৌর প্রেমে বিভোল, করি তবে কণ্ঠী বদল;
তোমাইহেতে পাই সেবাদাসী । মিছে কাষে দিন

গেল, গৌর কিম্বা নিতাই বল; চল সবে হব তীর্থ
বাসী ॥ ইথর পদ ইথর ভাবি; বিরচিল কাব্য কবি;
রবি সুতে হইতে নিস্তার। বৈষ্ণব চরণেরতি, সেই
সে উত্তমগতি; বৈষ্ণব প্রতি রতিমতি, যেন আমার
রহে অনিবার ॥ বৈষ্ণব চরণ রেণু, ভূষণ করিয়ে তনু,
সেবি পদ বৈষ্ণব গোসাঞি। যেই বলে গৌর বুলি,
তার লয়ে পদ ধূলী; সদাই বলি বলিহারিযাই ॥

গীত রাগিণী বিভাষ। তাল এক তাল।।

এসে ভব বাসে মায়ার বসে দিন গেল। দিন
গেল গেল দিন নিতাই কিম্বা গৌর বল ॥ দারা
সুত পরিজন, সকল কর বিসজ্জন, দারা সুতে
কিবা প্রয়োজন; ধনধরা সুতদারা, বল কোথা
রবে তারা, ঢাকিলে নয়নের তারা, বলিবে
তারা মল মল ॥

চিলের প্রতি হৃৎসের প্রভাত্তর।

ছড়া। বাড়ন হয়ে চক্রে তর্ক, কুকুরের পেটে ঘৃত
সক্র, ফণীর সহ ভেকের বক্র; কাকে গ্রাসে অমু
পর্ক, অসম্ভব সম্ভব শুনে অঙ্ক জলে। যেমন চুচর
ইচ্ছে মাথিতে আতর, মূটের গায়ে নেটের চাদর,
রাজ ধানিতে ইচ্ছে ইতর, তেমি ইতর তোর স্বপ্ন
ইতর কুলে ॥ তুই নিজে চিলের ষণ্ণ, হতে চাম
বৈষ্ণবের অণ্ণ; মৎস্য মাংস ক্রিবল তোর ভঞ্জে।
জানিসনা বৈষ্ণবের অর্থ, নিতে আলি সন্ন্যাস ধর্ম,
বৈষ্ণবের ধর্ম কিমে হবে রঞ্জে ॥ তুই নিজে ইতর
অতি ক্রান্ত; জানিসনা বৈষ্ণব তত্ত্ব, গ্রহ কভ দেখিস

নাক চক্ষে । পশু জাতি চিলে বুদ্ধি, কিমে হবে
 সাধন সিদ্ধি, করিস গোদি পর স্ত্রী দেখে ॥ তুইনিজে
 পশু পাষণ্ড; উড়ে দেখিস ব্রহ্মাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড তোর
 গাছে গাছে । ককুরে খেলে গঙ্গাজল; তাতে কিবা
 হবে ফল, নির্মল ভক্তি তাতে কিবা আছে ॥
 বানরে হৈলে তীর্থ বাসী; তার কি প্রাপ্ত হবে কাশী
 পক্ষর মোক্ষ কোন শাস্ত্রে আছে ॥ তুই পশু জেতে
 চিলে, বিধি স্থল দিয়াছেন বিলে, যেমন পাত্র
 যোগ্য স্থল কাছে, ঈশ্বরচন্দ্র বলে চিলে, গঙ্গাতীরে
 শূকর মলে, মোক্ষ নাহি হয় কদাচন । তুই পশু জেতে
 চিলে; আগ্নে পড়ে বিলে স্থলে, কুকুর হয়ে ঠাকুর
 দরশন ॥

গীত রাগিণী বিভাষ । তাল একতাল ।

তুই রে অত্যান্ত নিতান্ত হলি যে পাষণ্ড ।

ভজন সাধন তোর সকলি হইবে পণ্ড ॥

তোর রে পাষণ্ড মন, কিমে হবে পাষণ্ড

দলন, পাষণ্ড রূপে করিস কাল জাপন,

হরি নামে নাইক রুচি; কিমে হবে সাধন

শুচি, অরুচিতে থাবিরে তুই মুখাখণ্ড ॥

ছড়া । হংস বোলে করিস দর্প, জ্ঞান নাই
 তোর বুদ্ধি অঙ্গ, গঙ্গ করিস পৌদ ভরা । আপনি
 হইতে উচ্চ, পরকে ভাবিস তুচ্ছ, এই কি তোর
 হংসের বংশের ধারা ॥ বুঝিসনা জীবের মর্মা, বোধ
 নাই তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম, পূর্ণব্রহ্ম জীবে অনুকূল । কিট
 পশু পক্ষ বংশ, সকলি তাহার অংশ, ছোট বড়

সব সমতল । আপনি হইতে ধন্য, পরের না কর
মান্য; জ্ঞান গন্য বখিলাম তোমার । আপ্ত ছিদ্র
রাখ ঢেকে; পর ছিদ্র সদাই মুখে, আপ্ত ধন্য পশুর
ব্যবহার ॥ উচ্চারণে রাজ মান্য; তাইতে কি তুই
হবি ধন্য, রাজ চিহ্ন কিবা তোতে আছে । মাগ
দেশে পুচ্ছ রেখা; পৃষ্ঠাপরে ধরিস পাখা, শুনরে
বোকা থাকে পাখা উড়িতে নারিস গাছে ॥ রাজ
নান্য তোর বড়, ভক্ষ করিস খুদ কুড়, শুনরে ভেড়
কেবা রাজ্য বলে তোকে । যদি সপের মাথায় বৈসে
জোনিক, তাইতে কি সে হবে মাণিক, মাণিক বিনে
মাণিকপির কেবা বলে লোকে ॥ ঈশ্বর পদ ঈশ্বর
ভাবি বিরছিল কাব্য কবি, সেবি পদ বৈষ্ণব গোমা-
ঞি । যেই বলে গৌর বলী, তার লয়ে পদ ধলী,
সদাই বলি বলিহারি যাই ॥

গীত রাগিণী রিভাষ । তাল এক তাল ।

রাজ রাজেশ্বর বোলে তোরে কেবা বলে ।

ওরে হুস আশায় নিন্দে করিস পশু বোলে ।

নাম তোর রাজ হুস, উচ্চারণে রাজ অংশ;

তাইতে কি তুই হবি রাজ বংশ, মিছে বেটা

করিস ছলা, হাতপাছয় নদা গলা; পেকোর

পেকোর করে ভেবে বেড়াস জলে ॥

চিলের প্রতি হুসের প্রত্যুত্তর ।

ছড়া । আমা হৈতে বুঝিস মম্ব, পর জীবকে
ভাবিস ব্রক্ষ, গম্য ভাবে তোর কন্ম । হতে চাম
ব্রক্ষচারী; হরণ করে পর নারী, এই কি তোর ব্রক্ষ-

চারির ধর্ম ॥ তুই নিজের নাকি ধ্বংসে চিলে; তাইতে
 তোর বুদ্ধি চিলে, খাসিক বিলে, জলের পোকা
 ভক্ষ ॥ পেটের জ্বালায় পরিবি কোপি, চেষ্টের
 জ্বালায় করিবি ঢেমি, ধুমডী মারা বৈষ্ণবদের কিমে
 হবে মোক্ষ ॥ মত্ত পাইয়ে ভগাঙ্গ, মুখে বলিবি
 গৌরাঙ্গ, সাধু সঙ্গ সেটা কথার কথা ॥ তোর অন্তরে-
 তে যে গৌরাঙ্গ; জানিতেছেন তা জীগৌরাঙ্গ, করিবি
 বোলে রাঁড় সঙ্গ, এই রঙ্গ করে রঙ্গ, মুড়াইলি মাথা
 সাধুরস সাধু সঙ্গ, না ডুবিলি সে তরঙ্গ, গৌর-
 ঙ্গের দায় দিলে কি হবে ॥ মুখে করিবি সিংহের
 ধ্বনি, হরণ করিবি শৃগালিনী, ঢেমির রসে বসে দিন
 যাবে ॥ শিক্কে লয়ে মাতঙ্গের; কন্ড করিব পতঙ্গের
 ভব ভঙ্গের আতঙ্গের, কিবা দলিল তোর ॥ কৃষ্ণ
 তন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র, সকলি হইলি ভ্রান্ত; সে পথ পথান্ত,
 একান্ত রাঁড় তন্ত্র, লয়ে হবি ভোর ॥ তুই যে আশা
 করিস পক্ষ, তোর ভাগ্যে কি হবে মোক্ষ, মোক্ষ
 পথে আছে সব মসিল ॥ স্থানে আছে থানা, সাধু
 বিনে যেতে মানা; সে পথের পথি হলে দাখিল
 কর্তে হয় দলিল ॥ শমন নামে জমাদার, দলিলে
 দখল তার, অনিবার আছে সব পাহারা ॥ রাঁড়
 তন্ত্রে কাটাৰি কাল, তোর সকল দলিল হবে জাল
 মোক্ষ পথ তোর হবে কাল, জাল দলিলে গমন করি
 লে থানায় পড়িবি ধরা ॥ যেমন নুনে ভণ্ড মহাজন,
 মুখে বলে কোম্পানির ধন, অনুক্ষণ আমি বিক্রয়
 করি ॥ যদি ধরে আদলদার, বলে বেটা ছাড়, আমি

হাথি কোম্পানির ছাড়, দোকানদার হয়ে তোরে
কি ভয় করি ॥ আদলদার বলে বেটা, একি তোর
বুকের পাটা, করে বসেছিল জ্বল পাটা, ভণ্ড বেটা
ভণ্ডেতে প্রবীণ। মরি এই মনঃ দুঃখে, মাননা কোম্পা।
নিরাসিকে, চক্ষে কভু দেখনা আইন ॥ বোলে তারে
মারে ধাক্কা, মানের দফা করে অক্কা; থাওয়ায় কত
জ্বতর ছক্কা, তবু সে কি রাখে তকা, দিয়ে কত পোছা-
য় কোংকা, ধরে যেন এড়ে হোঁকা, দাখিল করে
যথায় কোম্পানি । তেমি তুই নিবি ভেক, ভেক
নিয়ে তুই হবি ভেক, ভেক তন্ত্রের অভিষেক; না
জানিলে হবি ভেক; কোন দিন এসে অনামে প্রাস
করিবে ফণী ॥ লয়ে কালফণী কালের সিকা, রাখি-
বেনা সে কার তোকা, দিয়ে তোরে জ্বতর ছক্কা; লয়ে
যাবে যেন এড়ে হোঁকা; ভাঙ্গিবে তোমার যাক ।
ঈশ্বর চন্দ্র বলে চিল, কেন হারাবি কুলশীল,
বিলের চিল বিলে গিয়ে থাক ॥

গীত রাগিণী থাঙ্গাজ । তাল খেমটা ।
যাযা২ চিলে বেটাবিলে থাগেবিলের চিল ।
পেটের জ্বালায় কোপিন পরে হারাবি তুই
কুলশীল ॥ শূকরের ভক্ষ সুধাখণ্ড, বানরের
শিরে ছত্র দণ্ড, শুনে হাসি পায় রাধাচক্র
গাধায় ধরে ভেকে ভক্ষে সুশীল ॥

হুমের প্রতি চিলের প্রত্যুত্তর ।

ছড়া । তুই ডেমির জানিস মম, ডেমিতে হয়
অনেক ধম, তার মম কব তোর কাছে । বশিষ্ঠ

জগৎ পুজো, চণ্ডালিনী যার ভাৰ্য্যা, যার বীৰ্য্যে
 শক্তি যে জন্মেছে ॥ শক্তি পুত্র পরামর, ব্যাক্ত আছে
 চরাচর, মৎস্য গন্ধাকে ঢেপ্নিকরে ছিল। তার পুত্র
 ব্যামমুনি, ভাদ্রবৌকে কল্যে ঢেপ্নি; যার বীৰ্য্যো পাণ্ডু
 বংশ হলো ॥ হয়ে তারা রাড়ের স্বামী, অনায়াসে
 স্বর্গগামী; রাড়ের স্বামী হলে এত কর্ম। তুই মূর্থ জা-
 নিননা শাস্ত্র; কথা বলিস অবতর্থ, পরমার্থ একত্র
 হইলে হয় পরমার্থের ধর্ম ॥ একাকি ভজন সাধ্য,
 যুগল বিনে নহে সিদ্ধ; বিরুদ্ধ তাতে কিবা আছে ॥
 বৈষ্ণবের সেবাদাসী; উদাসিনের তীর্থ বাসী, গৃহ
 বাসীর সেবাদাসী, বলি ভোমার কাছে ॥ হব আমি
 গৃহ বাসী, তাইতে খুজি সেবাদাসী, তব বাসেতে
 আসি, যাচিঙ্গে করি তব স্থানে। হরণ করিনে
 ভাই, যাচিঙ্গেতে যদি পাই, তাই এসেছি তব
 ভবনে ॥ তব গৃহে দুধ রাড়, আছে যেন সিং ভাঙ্গা
 শাড়, ধাড় হয়ে বেড়ায় যেন বাথানিয়া গাই।
 মিছে কাষে দিন গেল, করে দেওঁ কণা বদল,
 বাঁজায়ে খোল নিতাই গুণ গাই; ঈশ্বর পদ ঈশ্বর
 ভাবি, বিরচিল কাব্য কবি; সেবি পদ বৈষ্ণব
 গোমাঞি। যেই বলে গৌর বুলী; তার লয়ে পদ
 ধূলী; সদাই বলি বলিহারি যাই ॥

গীত রাগিণী থাম্বাজ। তাল খেমটা।

ঢেপ্নি করিস কিরে ঢেপ্নি ছাড়া কে আছে।

ঢেপ্নি করে মুনি খবি স্বর্গ বাসি হয়েছে ॥

ঢেপ্নিতে আছে ফলোদয়, ঢেপ্নি কন্তে জানল্যে

হয়, মদ খেলে কি তারে বলে মাতাল, ঢলে
পরে মাতাল বলে তান্ত্রিকেতে লিখেছে ॥

চিলের প্রতি হৃৎসের 'প্রত্যুত্তর'।

ছড়া। বাস মুনি করেছে তেম্নি, তুই যেটা কি
হবি তেম্নি, এম্নি কথা বলিস উদগেড়ে। জগিক
হয়ে মাগিকের তুল্য, ভেড়ায় ধরে ঘোড়ার মূল্য,
সিংহের দুখ দুইয়ে আলি ভাড়ে ॥ ভাড় লয়ে
তুই হবি ভাড়, যেমন ছিল গোপাল ভাড়;
ভাড় তন্ত্রে তার শিক্কে। তেম্নি লয়ে তুষ ভাড়;
সন্ধে করে দুধর'াড়, পাড়ায় করে বেড়াবি ভিক্কে ॥
জলের পোকা করে ভক্কে, পেট ভরেনা করিবি
ভিক্কে; এই শিক্কে মনে করে। মাথা মুড়িয়ে নিবি
ভাড়, তাইতে খুজিস দুধ র'াড়; দুধ র'াড়ের চুষ
থাবি হাতে তুষ ধরে ॥ কলিতে হরিণাম ধনা, তার
কি আছে সাধন চিহ্ন, সাধন ভিন্ন সাধু কেবাকয়।
হরিণামে নাইক রুচি, ভেক নিয়ে তুই হবি শুচি,
অরুচিতে অন্ন খেলে জীর্ণ নাইক হয় ॥ অন্তরে
তোর নাইক ক্ষুধা, কিসে রুচি হবে সুধা, ক্ষুধা ভিন্ন
সুধা রুচি কভু নাইক হয়। তাইতে তোরে বলি
বোকা, জানিসনাক লেখা জোখা, ভেক নিলেই কি
সাধু তারে কয় ॥ তোর ক্ষুধা নাইক শুধা নিস, অন্তরে
তোর হবে বিষ, ক্ষুধা বিনে শুধা খেলে বিষ সমতুল
যেমন সাপুড়ের সপ ধরা, বনের কাল হরণ করা;
পেটের জ্বালায় মজাইতে কুল ॥ সাপুড়্য করে

বেড়ায় দর্প, আনি ধরি কাল সর্প, যে সর্প দেখিলে
 লোকে করে ভয় । হেন সর্প ধরি আনি, আমার
 তুল্য মহা জ্ঞানী, হয়না হবেনা মহাশয় ॥ কিন্তু
 মিছে সাপুড়ের বিদ্যা সেখা, সাপুড়ের তুল্য নাইক
 বোকা, বনের কাল ঘরে ডেকে আনে । মিছে সাপু-
 ডের দর্প; পেটের জ্বালায় ধরে সর্প, সর্প ধরা সাপু-
 ডেকে কেবা মহাশয় বোলে মানে ॥ তেমনি বুদ্ধি
 কি পেল তোতে; হবি বোলে বার জেতে, এইকথাটা
 মনে পৈথে; মেপে খেতে মজাইবি কুল । মিষ্ট হীন
 হৈলে মধু; কেবা তারে বলে মধু, অসাধক হৈলে
 সাধু, হয় চণ্ডাল সম তুল ॥ দেহের খবর রাখিসনা
 ভেড়ে; ভেক নিতে আলি উদগেড়ে, ছয়জন দেড়ে
 সদাই টানে দাঁড় । মনঃ মাস্তি তোর নাইক বসে;
 সাধন সিদ্ধি হবে কিসে, মিছে ২ বয়ে মরিবি তুষ
 ভাঁড় ॥ তোর মনের নাইক নিষ্ঠ, পেটের জ্বালায়
 খাবি উচ্ছিষ্ট, অপষ্ট ভহনে কষ্ট পাবি তার । শুনরে
 বোকা অবোধ চিল; কেন হারাবি কুশলীল, তুই
 পশু বিলের চিল, তোরে মাজে কি বৈষ্ণব আচার
 মিছে পোদায় নিবি কৌপিনি, চেষ্টের জ্বালায় করি
 বি চেম্বি; এম্বি আজ্ঞা গৌরাঙ্গ যদি দিত । পোরে
 থাকে অনেকে কৌপিনি, অনেক লোকে রাখে
 চেম্বি; এম্বি করে সব জীব তোরে যেত ॥ হংস
 ধ্বজের পুত্র সুধন, ধন্য ২ তারে ধন্য; ত্রিভুবনে যার
 আন্য, বৈষ্ণব যারে করিলেন শ্রীহরি । ছলা করি
 ভগবান; সুধনুৱে মারিলেন বাণ, যার মৃগ পলো-

দেশে ধরিলেন ত্রিপুরারি ॥ সে ভেক নিয়ে পরে-
না কোপি, চক্ষেতে দেখেনা ঢেঁন্নি, তারে এন্নি কৃপা
করিলেন চক্রপাণি । তবে কেমন করে ত্রিসংসারে
বলে তারে বৈষ্ণবের চূড়ামণি ॥ তার মনঃ নাজি
বসে ছিল এন্নি, মানসে পরেছিল কোপিনি;
চিন্তামণির চরণ চিন্তা মমেছিল তার । ঈশ্বরচন্দ্র
বলে ছিল, মিছে হারারি কলশীল, অসাধক বৈষ্ণব
হইলেন চণ্ডাল আচার ॥

গীতরাগিণী থাষাজ । তাল খেমটা ।
আজ্ঞা দেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ আগে সঙ্গ কর রাঁড় ।
দুষ্ট রাডের চুষ খেলে শুদ্ধ হবে তুষ ভাঁড় ॥
প্রথম আজ্ঞা হরিবোল, ভোর যুবতীর লয়ে
কোল, মাগুর মৎস্যের ঝোল কর পান, গৌর
বোলে খোল রাজারে হুড়ে বেড়ায় হয়ে শাঁড় ॥

চিলের প্রত্যুত্তর ।

ছড়া । তুই শাস্ত্র জ্ঞানিসনা বলিস এন্নি, কলি-
কালে কি আছে তেন্নি, ঢেঁন্নি কল্যে কিবা দোষ
তার । আজ্ঞা দেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ, আগে কর রাঁড়
সঙ্গ, তবে হবে সাধ সঙ্গ, গৌরাঙ্গের প্রথম আজ্ঞা
করেছি স্বীকার ॥ যখন হরিদাস দেন হরিবোল;
নিতে বলেছেন ভোর যুবতীর কোল; খেতে মাগুর
মৎস্যের ঝোল; হরিনামের প্রথম এই শিঞ্জে ।
সেই লোভে হয়ে শুচি, জীবের ঘুচেছে অকুচি;
হরিনামে হয়েছে কুচি, হরিনাম এবার লব দিল্লে
দেখে দুষ্ট রাডের খাড়া চুঁচি; জীবের যাবে অকুচি;

হরি নামে রুচি হইবে হরিষে । যেমন রোগির
 রুচি মৎস্য পোড়া, হাকিমের রুচি হকুমে খাড়া
 ভুস্তির রুচি দুষ্ক ভেড়া; ভিক্ষের রুচি তুষ ভাঁড়;
 গোষ্ঠের রুচি দুষ্ক শাড়, ভেকের রুচি দুষ্ক রাড়;
 ভণ্ডের রুচি গোপাল ভাঁড়, দুষ্ক রাড় বিনে তুষ ভাঁড়
 শুদ্ধ হবে কিসে ॥ মিছে হৃৎস কোরনা গোল;
 করে দেও কণ্ঠী বদল, বাজায়ে খোল গৌর গুণ,
 গাই । মিছে কায়ে গেল দিন, পর ভাই ডোর
 কোপিন, চল সভে তীর্থ বাসে যাই ॥ চিলের
 শুনে প্রত্নাত্তর, নিঃ সবারি হৃৎসবর, একত্তর ভেকা-
 শ্রিত হৈল । পূর্ণ কর অভিলাষ, চলে সভে তীর্থ
 বাস, দাস ঈশ্বরচন্দ্র বিরচিল ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল মধ্যমান ।
 শ্রীগৌরাঙ্গ হে আমার এই রমনা । দিবে
 নিশি রাখে যেন তব নামে বাসনা ॥ ব্রজ
 লীলা করে সাজ, নদেয় হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ
 বিভঙ্গ গৌরাঙ্গ হলে নাশিতে জীবের
 জাতনা । ঈশ্বরচন্দ্র দাসে বলে, দিও চরণ
 অন্তকালে, কাঙ্ক্ষাল বোলে গৌরাঙ্গ হে
 কোরনা প্রতারণা ॥

রাজ হৃৎস ও আতায়ী পঙ্কের উপাঙ্গণ
 সমাপ্ত।

কলিরমাহাত্ম্য।

শুনরে কলির লোক, কার কর মায়া শোক;
 মায়া ধরের না বখিলে মর্ম্ম। মিছে কর উপাভ্জন,
 না চিমিলে সাধুজন, কিমে রঞ্জে হবে গৃহধর্ম্ম॥
 কলির জীব হয়েছেন অষ্টা, অধর্ম্মেতে সদা চেষ্টা;
 হলেন না ধর্ম্ম পথের পথী। বিষয় মদে সদা মত্ত,
 ভাবিলেনা পরমাথ, কালান্তে কি হইবে গতি॥ পর
 হিংসা পরবাদ; ঘটায় কিবল বিবাদ, সর্ব্বদা করেন
 চাতুরী। পর অঙ্গে করে হিংসে, মত্ত সদা মদমাংসে
 হরণ করে পরের চাকরী॥ কলির জীব হয়েছেন
 ভারি, মানেনাক ব্রহ্ম হরি; হরি নাম ন্যায়না কলুষ
 পরে। যদি কোন সাধুজন, করে হরি সংকীভন; বলে
 বেটা ভাটের মত মিছে বকে মরে॥ চল চল চল
 হরি নামে কি হবে বল, হরি নাম বৈরাগিদের পক্ষে
 আমরা হলেন গৃহিজন; হরি নামে কি প্রয়োজন,
 আমরা তো কভে জাবনা ভিক্ষে॥ যদি কোন জ্ঞান
 বান, নিত্য করে গঙ্গা স্নান; তারে কেহ ভালতো বলে
 না। বলে প্রত্যাখ্য প্রাতঃকালে; স্নান কভে যায়
 গঙ্গাজলে, কোন দিন মরিবে বেটা গায়ে ধরে ননা॥
 দারুণ ননা গঙ্গাজল, তাতে নাইলে কি হবে ফল,
 এই কপে তারে করয়ে নিন্দন। যদি কোন মহা
 জ্ঞানী, পূজা করে শূলপাণি; শিবলিঙ্গ করিয়ে
 গঠন॥ এমি তারে ইঙ্গিত করে সোজা, কেন
 করে পুতুলের পূজা, পুতুল পূজে প্রতুল কিবা হবে।
 তপ জপ কর মিছে, কলিতে কি সাধন আছে;

মৃত্যুকালে মত্তে জানল্যেই পাবে ॥

গীত রাগিনী খাষাজ। তাল খেমটা।

তপস্বী করকি ভাই কলিতেকি সাধন আছে
ভগু বেটারা এক কাণ্ডকরে পজা করে মিছে
মিছে ॥ কার গায় নামাবলি, কেহ ডাকে
গৌর বলি, কেহ বলে বলিহারি যাই; কোন
বেটা ভদ্র মেখে গঙ্গাতীরে পড়ে আছে ॥

ছড়া। অতিথ গেলেন গৃহস্থের বাড়ী, লতা
করে ধরে হাড়ি, বলে আমার হাত আছে
যোড়া। ছেলে পুলে নাইক ঘরে, কেবা ভিক্ষে
দেয় তোমারে; ফিরে বাছা দেখ অন্য পাড়া ॥ অতিথ
কি আর করে বল, কায়ে-কায়েই ফির্তে হলেন
মনে দুঃখিত হয়ে অতি। থাকে চাল দিলেন
কাঁচা চায়্যা দেখে দিয়ে উকি, অতিথ করে অন্য গৃহে
গতি ॥ হাসি মনকে বুঝায়, খুব ফাকি দিয়েছি
বেটায়, এম্বিকরে কাটাতে পাল্যেই হলো। কেনদিব
এক মুঠ, বেটাকি হয়েছে ঠুট, খেটে খেতে নিবেদ
কে করেছে বল ॥ মরি বেটার দেখে বড়ব, থাকে
গতর হয়েছে বৈকব; খেটে খেতেকি গতর নাই।
এমনলয় যে বৃদ্ধ হোস; বেটা যেন কালমোস, ভিক্ষে
রুছলে বেড়ায় সঁকল ঠাই ॥ কপালে তিলকের চড়া,
হাড়িকার্ট করেছে খাড়া; গলায় মালা এক ঝুড়ি।
অজ্ঞেতে কাটিলেন ছাপা, হলেন যেন সাধুর বাবা,
ভিক্ষার্থে যান বাড়ী ॥ ভিক্ষায় যান গৃহস্থের বাড়ী
যদি দেখে শূন্য বাড়ী, আড়িপেতে দাণ্ডায় বাড়ি

ঘরে। যদি কিছু থাকে ফাঁকে, টুয়েং লোক দেখে,
টেনে বেটাঝুলির ভিতর ভরে ॥ যেমন চালের দফা
য় পায় ফাঁকি; ফাঁকির শোধে দিয়ে ফাঁকি; ফাঁকি
দিনে ফাঁকি পেতে হয়। হাত ষোড়া বলে থাকি ঘরে
বাইরে বেটা মাইত করে; কলির বৈষ্ণব বেটাদের
নাহয় প্রত্যয় ॥

গীত রাগিনী ভৈরবী। তাল আড় খেমটা।

বাবাজী দেখ অন্য পাড়া, আমার হাত ষোড়া
নারি যেতে। ছোট বধূর হয়েছে ঋতু; বড় বধূ
স্বপ্নদোষে বিছানায় ফেলেছে মূতে ॥ বড় ছেলে
দোষজ্বরে জোরে, পড়ে আছে বিছানাধরে, ক-
তাটি কোরও ভরে উঠিতে নারে, ছোট ছেলে
নাই গৃহেতে কে যায় তোমায় ভিক্ষা দিতে ॥

ছড়া। কলিতে ইতর যারা, বনেদি হইল তারা
ভদ্রের ভদ্রতা হলে; দূর। দেবের হলো অপমান,
ভুতের বাড়িল মান; সিংহাসন পাইল কুকুর ॥ অতি
উগ্র দঃখির ঘরে; অন্ন হতোনা দিনান্তরে; ক্ষুধান্তরে
দহিত যে প্রাণ। তার ছেলে তমর পরে; ইংরাজী
কেতাব কক্ষে ধরে, ইংরাজী পড়ে হলেন ইংলিশ
অ্যান ॥ বলে কাট কাটি; ইট কাটি, কিম্বা ইংরাজের
ধরি ছাতি, তবুত পূরাব মনরথ। রাজগার করিব
ভারী; বাড়িবে বিষম ভারী; ইট গাড়ি বাঁনাব ইমা-
রত ॥ পুরুষে হইব ধনা; বাড়িবে আমার মান্য,
তবে আর কেবা আমায় পায়। প্রকাশিব বাহাদুরি,
আনিব কাঠ বাহাদুরি; আনিতে চুন পাঠাব বেনে-

ঘাটায় ॥ হবে আমার কোটা বাড়ী, মানেতে হইব
 ধাড়ী; আটিমাপা আমার মান্যমান । লোকের
 পানে না ফিরে চাব, ডাকিলে না কথা কব, দুঃখি
 বেটারা কি আমার সমান ॥ পরিব তমরের ধুতি
 পায়ে দিব জরির জুতি, কৃতি গায় কৃতি দে বে-
 ডাব । ওবেটারা বিষম দুঃখী; বসে থাকে যেন পক্ষি,
 দুঃখী বেটাদের সঙ্গে অকি না করিব ॥ মনে করে
 দর্প; পথে ঘাটে করে গর্প; আমার মত ভাগ্যবন্ত
 আছে কেটা । দিব্য দিব্য পোসাক করে; চলেন
 বাবু কোচা ধরে, যেমন নবাব খাজাখাণের বেটা ॥
 মনে করে আক্ৰোশে; মানুষ কেটা আছে দেশে;
 সকল বেটা হয়ে পড়েছে দুঃখী । কথা কব কারকাছে
 আমার তুল্য কেবা আছে, দুঃখী বেটাদের সঙ্গে করি
 নাক অকি ॥ কোন বাবু খান তালের তাড়ি, কোন
 বাবু যান রাড়ের বাড়ী; তাড়ি-মদে মেতে কবলান
 বাবু । ছাড়িলে তাড়ির নেশা, বাবুহন ভদ্র চাষা,
 চাষায় হন বাবু নেশায় হলে কাবু ॥ এইরূপে কু-
 লির ভদ্র, অন্যকে ভাবে অভদ্র, আপনি ভদ্র হতে
 চায় । করেনা পরের মান্য; আপনি হইতে ধন্য,
 সর্বদা থাকে এই চেফায় ॥ মনেতে ভাবেনা বাবু;
 কোন দিন হৈবে কাবু, সমনবাবু কবে লয়ে যাবে
 এত সাধের কোটা বাড়ী, সকলি থাকিবে পড়ি, হরির
 ধন হরিতে লইবে ॥ ইশ্বরচন্দ্র বলে বাবু, কোন দিন
 হৈবে কাবু, হরু বাবুর নাম কর সার । যমহৌসে
 হরু বাবু, তাঁর হুজুমে সকল কাবু; বিল সৈ করেন

যম হুসমে যাহার ॥ যে করাতে উপার্জন কল্যে
নানা রত্ন ধন, এম্মি করাত আছে যমের হৌসে ।
দূত মিস্ত্রি আছে বরাত, যমহৌসে চালায়
করাত, সেই করাত কে ভয় রেখ হে মা-
নসে ॥

গীত রাগিণী ভৈরবী । তাল মধ্যমান ।

দিনবন্ধু দিন গেল দিন হিনে কর
কল্পণা । দিনের দিনে তনু তরির
অবশ হলো রসনা ॥ হরিতে জী-
বের আতঙ্ক, নদেয় হলেন জীগৌরা
ঙ্গ, দয়া কর হে গৌরাঙ্গ যুচাও
ভব জাতনা ॥

কলির মহান্তের রহস্য ।

ছড়া । কত মহান্ত দেড়ে, থাক্ গঙ্গাতীরে
পড়ে, ভুড়ে বেটারা গাঁঠাজন । গলেতে মহর গাথা
কোন বেটার পোঁদে কাঁথা, গায়ে ভস্ম তপে আহরণ
গাঁজায় লাগাত দম; মুখে বল বম্, কম গাঁজায়
দিন নাহি যেত । দাল কুটি ঘি থিচড়ি, খেত বে-
টার কাড়ি, এত কাড়ি কোথা হৈতে পেত ॥
সাহেব শুভ করে শুভে, কয়েদ করিল মভে,
সেই ভয়ে মহান্ত পলাইল । কত মহান্ত ফেলে
দাড়ি, উত্তর পানে দিলেন পাড়ি, দাড়ি ফেলা এক
রব রটে গেল ॥ মহান্ত নাই গঙ্গাতীরে, গেল

কোন তীর্থান্তরে; এম্মি ইন্সরাজের হল আড়ি ।
 পলাইল লাগা দেড়ে, সেই মাটেতে পড়ে, কত
 বাউল বাবাভীর কাটা গেল দাড়ি ॥ কি কব
 ইন্সরাজের মান্য, কলিতে ইন্সরাজ ধন্য, পুণ্যবান
 ইন্সরাজ কলিতে । গঙ্গাতীরে বসায় কল, সহরে
 তুলিল জল, যেন গঙ্গা আনিল ভগীরথে ॥ সাহেব
 সহরের সাহা; জলেতে ভাসাইল লোহা; কলে
 চিনি মিছরি বানাইল । আশুণে জাহাজ চলে,
 মানুষ উড়িল কলে, কলে বলে রাজত্ব করিল ॥
 ইন্সরাজের মান্য কি কব বল, কলে কত দ্রব্য হলো;
 খাদ্য দ্রব্য বসন ভূষণ । রাজ্য দিন কবজ করি,
 কলেতে বানাইল ঘড়ি, কলে কবজ কুরেছে ত্রিভু-
 বন ॥ বাজালির দিয়ে নাকে দড়ী, রেখেছে নাকাল
 করি; গাড়ী টানা যেমন বলদ । কত শত বাবু
 ভেয়ে, ঘরের টাকা ইন্সরাজকে দিয়ে, চাকর হয়ে
 হলেন সভাসদ ॥ যে যেমন যোগ্য করি; দিয়ে
 রেখেছেন চাকরী, হাজিরি ঘণ্টা টাঙ্গাইল শুনো
 প্রভাতে পড়িল ঘড়ি; ঘণ্টায় নাগালেন বাড়ি, দৌড়া
 দৌড়ি আসি হাজিরে হাজির হয়ে হলেন গনো ॥
 হজুরে হাজিরে কল, ঘণ্টাতে ডাকায় সকল; কলে
 বলে ইন্সরাজ হলো ধন্য । সে সকলে হয়ে দিক; রাস্তা
 য় চালালেন সিক; বিলাতের থবর আনিবার জন্য ॥
 ইন্সরাজের বাহাদরি; বর্ণিতে নাহিক পারি; দেখি
 লাম নয়ন ভরি, আর কিবা হয় । ইন্সরাজ কলের

ধাড়ী, কলেতে বানানেন 'গাড়ি, কলে' বলে
ইন্সপেক্টর জয় জয় ॥

কলির রহস্য।

গীতরাগিণী বিভাষ। তান একতাল।

মরিং খেদে মরিং দেখে এই কলির খেলা।

কলিকালে করে চণ্ডীপাঠ চণ্ডালের বান। ॥

একি হলো কলি ঘোর, মুঠের গায় নেটের

চাঁদর, জোলা মাথে দাড়িতে আতর, খোয়ার

মাথায় সোণার টোপর, তিয়রে পরিচ্ছে তমর

টুলী বাঁধে ঢোলের গায় শাল দোশালা ॥

ছড়া। বাবু সম্ভে এক ভাবে করহ শ্রবণ। কলির

বর্ণিমেকিছু শুন দিয়ে মন ॥ অসম্ভব মহাকাব্য কলি

কালে হলো। রাখালে পেলে ছত্র দণ্ড মানির মান্য

গেল ॥ ব্রাহ্মণ হলেন ব্রহ্ম ত্যাগী জোলা হলেন

কাজি। চাষার ছেলে হলো পণ্ডিত পড়ে ছাপার

পাঁজি ॥ ধন্য কলিতে ইন্সপেক্টর বাহাদুর। এরা

ছাপাতে বানলেন পাঁজি শুভে কি মধুর ॥ যত

মুটে মজুর হলো পণ্ডিত ছাপার পাঁজি কিনে ॥

কুমরের ছেলে পাঁজি বলে খেদে মরিং শুনে ॥ যে-

মন চুচর মাথায় সোণার টোপর কাজি হলো

জোলা। চাষার ছেলে পাঁজি পড়ে ব্রাহ্মণে চোখে

কলা ॥ ধন্য কলি ধন্য, কত করেছিলে পুণ্য, কি

কব তব মান্য; তুমি ধন্য ধরায় অবতার। বানরের

মাথায় জলে মণি, মণি ত্যাগী হইয়েছেন কণি,

৫২ হৃদয় বিলাস পাঁচালি।

কোট মের সঙ্গে ভাটারাণী; রাণ্ডির ছেলের নাম
চিন্তামণি, কাকে করে হরিধনি, পেঁচায় ধরে
তাল রাগিণী; ছুচর নেজ ফুলানি; হাট ঝটুনির
নাম পদ্মমণি, বেশ্যার ছেলে ব্রহ্মজ্ঞানী, কোটাল
পুত্র পেলেন রাজ্যভার ॥ ইন্দ্রচন্দ্র বলে কবি
তুমি বাহাদুর । ঠাকুর গেলেন কচুবনে সিংহ
মনে বসিল কুকুর ॥

কবির রহস্য সমাপ্ত ।

পাঁচালি সমাপ্ত ।

